গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ----------বঙ্গাব্দ/----------খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং -------আইন/২০----।—মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৪৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৯৭' রহিতক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।— (১) এই বিধিমালা 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৩' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) 'অনাপত্তিপত্র' অর্থ ধারা ২ এর উপধারা (৩) এ বর্ণিত অনাপত্তিপত্র।

(২) **'আইন'** অর্থ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ২০নং আইন);

(৩) **উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি (Best Aquaculture Practice)'** অর্থ কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্দেশিকায় মৎস্যচাষ, আহরণ ও আহরণোত্তর পর্যায়ে উল্লিখিত যে কোন এক বা একাধিক বা সামগ্রিক পদ্ধতি।

(৪) **'কনসাইনমেন্ট (Consignment)'** অর্থ রপ্তানি বা আমদানি বা অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাত করিবার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক লটে প্রক্রিয়াজাতকৃত ও মজুদকৃত ঘোষিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ মৎস্য বা মৎস্যপণ্য, যাহা একটি ইনভয়েসের মাধ্যমে ১ (এক) টি কনটেইনারে আমদানি বা রপ্তানি করা হয় অথবা বাজারজাত করা হয়;

(৫) 'চুক্তিভুক্ত মৎস্যপন্য উৎপাদনকারী' অর্থ সেই সমস্ত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারক যাহাদের নিজস্ব কোনো মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বা প্যাকিং সেন্টার নাই, কিন্তু অন্য কোনো প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বা প্যাকিং সেন্টারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইয়া সংশ্লিষ্ট কারখানা বা স্থাপনার সুবিধাদি ব্যবহারপূর্বক প্রক্রিয়াজাত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য অথবা বরফায়িত বা জীবন্ত মৎস্য রপ্তানি করিয়া থাকেন;

(৬) 'প্রত্যাহার (Withdrawal)' অর্থ বিধি ৪২ অনুসারে মৎস্য বা মৎস্যপণ্য প্রত্যাহার ও ধ্বংস করা;

(৭) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালার তফসিলেএর যে কোনো ফরম;

(৮) 'ফি' অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৪০ দ্বারা নির্ধারিত ফি;

(৯) 'মান' অর্থ আইন ও এই বিধি অনুসারে প্রস্তুতকৃত বা জারিকৃত নির্দেশিকায় মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের খাদ্য উপযোগিতার জন্য নির্দিষ্টকৃত মান (quality) বা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি বা পরীক্ষণ যন্ত্রাদি পরিচালনার পদ্ধতিগত মান (standard)

(১০) 'নিবন্ধনপত্র' অর্থ বিধি ১৪ দ্বারা জারিকৃত কোন মৎস্য খামারের অনুকুলে জারিকৃত কোন নিবন্ধনপত্র।

(১১) 'নির্দেশিকা (Guidelines)' অর্থ এই বিধির ৪২ অনুসারে বা অন্য কোন বিধি উল্লিখিত থাকিলে সে অনুসারে প্রস্তুতকৃত বা সংশোধনসহ জারিকৃত কোন নির্দেশিকা;

(১২) 'লট' অর্থ কোন এক দিনে নির্দিষ্ট শিফটে একই পরিবেশে উৎপাদিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মৎস্য ও মৎস্য পণ্য;

(১৩) 'লাইসেন্স' অর্থ ধারা ২ এর উপধারা (৪০) এ বর্ণিত লাইসেন্স;

দ্বিতীয় অধ্যায়
মান নির্ধারণ, মান নিয়ন্ত্রণ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি

৩। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য মান নির্ধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি।— (১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য উহাদের উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশ যে পদ্ধতি, মান ও শর্ত নির্দিষ্ট করিয়া দিবে উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রতিটি আমদানিকারী দেশের জন্য পৃথকভাবে বা সামগ্রিকভাবে বা কার্যক্রমভিত্তিক বা মৎস্যপণ্যভিত্তিক এক বা একাধিক নির্দেশিকা (Guidelines) প্রস্তুত এবং প্রয়োজনে উহা সংশোধন করিয়া প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিয়া কার্যকর করিবেন।

(২) উপবিধি (১) অনুসারে নির্দেশিকা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং উহা প্রস্তুত ও জারি না হওয়া পর্যন্ত রপ্তানির ক্ষেত্রে মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের জন্য বলবৎ পদ্ধতি ও মান রহিলে উহা প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৪। আমদানি ও স্থানীয় বাজারে বিপণনের জন্য মান নির্ধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি।— (১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি ও স্থানীয় বাজারে বিপণন এবং ক্ষেত্রমতে রপ্তানির জন্য উহাদের উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বাজারজাতকরণ মানসম্পন্ন পদ্ধতি এবং উহাদের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক মান নির্ধারণে অতিরিক্ত মহাপরিচালককে আহ্বায়ক করিয়া উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা বাজারজাতকরণ ও খাদ্য হিসাবে উহাদের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক মান এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ভিত্তিক গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, অধিদপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে অনধিক ৯ (নয়) সদস্য এর সমন্বয়ে একটি বিভাগীয় টেকনিক্যাল কমিটি গঠন ও উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিবেন।

(২) উপবিধি (১) দ্বারা গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে পদ্ধতি ও মান কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমোদন বা উপযুক্ত কারণ থাকা সাপেক্ষে উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ অনুমোদন করিবেন এবং এই অনুসারে অনুমোদিত পদ্ধতি ও মান সমন্বয়ে নির্দেশিকা প্রস্তুত ও জারি করিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতকৃত নির্দেশিকার কোন সংশোধন আনয়নের প্রয়োজন হইলে উপবিধি (১) ও (২) এর বিধান অনুসারে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যম কার্যকর করিতে পারিবেন।

(৪) উপবিধি (১), (২) ও (৩) অনুসারে নির্দেশিকা প্রস্তুত ও জারি না হওয়া পর্যন্ত আমদানি ও স্থানীয় বাজারে বিপণনের বা ক্ষেত্রমতে রপ্তানির ক্ষেত্রে মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের জন্য বলবৎ পদ্ধতি ও মান রহিলে উহা প্রয়োগযোগ্য হইবে।

৫। **কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স পদ্ধতি ইত্যাদি।**— (১) কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ম্যানেজার পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্র, নমুনায়ন, পরীক্ষণ এবং ফলাফল উপস্থাপন প্রক্রিয়ার মানসম্পন্ন পদ্ধতি [standard of procedure (SOP)] প্রস্তুত করিবেন এবং কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মান সম্পন্ন পদ্ধতি অনুমোদনের পূর্বে যে ভাবে উপযুক্ত হইবে সেই ভাবে যাঁচাই করিতে পারিবেন এবং যে কোন মান বা শর্ত সংযোজন বা বিয়োজন বা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অনুমোদন করিতে পারিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত মানসম্পন্ন পদ্ধতি কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ম্যানেজার স্বাক্ষরে ছাপা আকারে প্রকাশ ও জারি করিবেন ।

(৪) কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ম্যানেজার মানসম্পন্ন পদ্ধতি প্রয়োজনে উহার অংশ বিশেষ সংযোজন বা বিয়োজন বা প্রতিস্থাপন বা সম্পূর্ণ বাতিলক্রমে পুণঃ প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন এবং কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপবিধি (২) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।
(৫) পরীক্ষাগারে বলবৎ কোন মানসম্পন্ন পদ্ধতি থাকিলে উহা বা উহা দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে বা সম্পাদিত হইবে সকল কার্যক্রম এই বিধির অধীনে প্রস্তুত, অনুমোদিত এবং কার্যকর হইবে।
(৬) পরীক্ষাগারের কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে স্বাধীন হইবেন।
(৭) কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ম্যানেজার এর কার্যাবলি নিম্নরূপ হইবে-
(ক) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারর আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন।
(খ) ISO (International Organization for Standardization) 1725 অনুসারে মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারর কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন।
(গ) আইন ও বিধিমালা অনুসারে নমুনা পরীক্ষণ, পরীক্ষণের ফি গ্রহণ ও পরীক্ষণের ফি এর হিসাব পরিচালন।
(ঘ) জৈব রাসায়নিক, রাসায়নিক ও মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার পরিচালনার বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।
(ঙ) মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বা সংগ্রহ করিবার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন গ্রহণক্রমে তাহা বাস্তবায়ন।
(চ) পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত পরীক্ষণ পদ্ধতির নির্ধারণ বা উন্নয়ন ও সঠিকতা যাঁচাই (validation) কার্যক্রম গ্রহণসহ পরিচালন।
(ছ) মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারর পরীক্ষণ প্যারামিটারের প্রফিয়েন্সি টেস্টে অংশ গ্রহণ এবং এক্রিডিটেসন বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয় সাধন।
(জ) মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারতে মানসম্পন্ন পরীক্ষণসমুহ নিশ্চিতকরণসহ উহাতে পরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা।
(ঝ) মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারর মান উন্নয়নে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ও বহিঃ নিরীক্ষার আয়োজন।
(ঞ) মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারতে কর্মরত জনবলের কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন আয়োজন।
(ট)মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারর মান নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়াল ও মান নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রস্তুত এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন।
(ঠ) অধীনস্তদের মধ্যে দক্ষতা ভিত্তিক কর্মবন্টন ও তদারকি।
(ড) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন ও এই বিধির অধীন নির্দেশিত কোন কাজ করা।

৬। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও ক্ষমতা।– (১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও ক্ষমতা নিম্নরূপ হইবে-
(ক) আইন ও এই বিধির অধীন পরিচালিত সকল কাজের প্রধান নির্বাহী ও সরকারের নিকট জবাবদিহীতা করিবেন।
(খ) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের এলাকা নির্ধারণ, আইন ও এই বিধির অধীন ক্ষমতা অর্পন ও কর্মবন্টন অনুমোদন করিবেন।
(গ) আইন ও এই বিধির অধীন কার্যক্রম পরিচালনা ও মান উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুমোদন করিবেন বা ক্ষেত্রমতে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর করিবেন।
(ঘ) আইন ও এই বিধির অধীন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এইরূপ যে কোন নির্দেশিকা প্রস্তুত করা।
(২) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও ক্ষমতা নিম্নরূপ হইবে-

(ক) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রধান এবং রপ্তানি ও আমদানিতব্য মৎস্যপন্যের মান নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট সকল স্থাপনার কার্যাবলী তদারকি এবং এতদ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন।

(খ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এবং ক্ষেতমেতে বাতিল বা স্থগিতকরণ।

(গ) পরিদর্শন ও মাণ নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত বিষয় উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ, এবং কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করা।

(ঘ) রপ্তানিতব্য ও আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য মাণ যাঁচাইয়ের জন্য সমুসা সংগ্রহ, ল্যাবেরটরিতে প্রেরণ, উহার সহিত সমন্বয়সাধন, নন কমপ্লায়েন্স সাপেক্ষে ফলোআপ, অনুসন্ধান ও সঠিকিকরণ।

(ঙ) এনআরসিপি বাস্তবায়নে জাতীয় ও কারখানা পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তদারকি।

(চ) ISO 17020 পরিদর্শন সক্ষমতার এক্রিডিটেসন প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

(ছ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আমদানিকারী দেশ ও রপ্তানিকারী দেশের সাথে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মান ও উহা নির্ধারন, পুণঃ নির্ধারণ, যাঁচাই, পরীক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষণ যন্ত্রাদি ও সার্টিফিকেসন পদ্ধতি বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ ও উহা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন বিষয়ে অবহিতকরণ।

(৩) স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও ক্ষমতা নিম্নরূপ হইবে-

(ক) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আইন ও এই বিধির অধীন কোন কার্য সম্পাদনের জন্য লিখিত নির্দেশনা প্রদান করিলে উহা প্রতিপালন।

(খ) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান বা তদন্ত করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ করিলে উহা প্রতিপালন।

(গ) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য চাষে খামারিদের নিবন্ধন প্রদান, উৎসাহ প্রদান ও উত্তম চাষ পদ্ধতি অনুসরণে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

(ঘ) আমদানিকৃত বা দেশে উৎপাদিত যাহা স্থানীয় বাজারে বিপণনকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মান যাঁচাই, নমুনা সংগ্রহ ও উহা পরীক্ষণের জন্য প্রেরণ এবং পরীক্ষণের ফলাফলের সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন।

৭। লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিল, লাইসেন্স প্রস্তুত, জারি ইত্যাদি।- (১) আমদানিকৃত মৎস্য বা রপ্তানির জন্য নিবন্ধিত খামার হইতে সংগৃহীত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মৎস্যপণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কারখানা বা স্থাপনার মালিক বা তাহার প্রতিনিধি উহা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনে এখতিয়ারসম্পন্ন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে এই বিধির তফসিলের ফরম-১ পূরণক্রমে ও উহাতে উল্লিখিত কাগজাদি সংযুক্ত করিয়া সরাসরি হার্ডকপিতে বা কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ওয়েবলিংকে ই-ফর্মে বা ই-মেইলে উহাতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট স্ক্যানকৃত কাগজাদি সংযুক্তি হিসাবে প্রদানপূর্বক দাখিল করিবেন ।

(২) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে প্রয়োজনে তদন্তক্রমে ও সংযুক্তি হিসাবে প্রদত্ত কাগজাদি যাঁচাইক্রমে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যের যথার্থতা বিবেচনা করিয়া সম্মত হইলে আবেদনকারীর নির্দেশিত ই-মেইল বা অন্য যে ভাবে প্রাপ্তির জন্য আবেদন উল্লেখ করা হইয়াছে, সে পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে লাইসেন্স ফি বাবদ জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবেন।

(৩) আবেদনকারী উপ-বিধি (৩) অনুসারে অবহিত হইবার পর লাইসেন্স ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাতে পরিশোধ করিয়া উহার কপি আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করিবেন এবং আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী নামে ফরম-২ লাইসেন্স প্রস্তুত করিয়া আবেদনকারীর নিকট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদনে উল্লিখিত তথ্য যাঁচাইবাছাই ও বিবেচনার জন্য আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারখানা বা স্থাপনা, উহার সংরক্ষণাগার, মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার পরিদর্শন করিতে বা করাইতে বা

প্রয়োজনবোধে স্ক্যানকৃত দলিলাদির মূল হার্ড কপি বা তদসংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন তথ্য চাহিতে পারিবেন এবং আবেদনকারি সেইভাবে তাহার বরাবরে উহা উপস্থাপন করিবেন।

(৫) জারিকৃত লাইসেন্সের তথ্য আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার দপ্তরে সংরক্ষিত লাইসেন্সসমুহের হার্ড কপি রেজিস্টারে বা ডিজিটাল রেজিস্টারে উত্তোলন করিবেন।

(৬) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের জন্য আইন ও এই বিধিতে উল্লিখিত যে কোন এক বা একাধিক শর্ত লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে পারিবেন এবং এইরূপে শর্ত উল্লেখ না করা হইলেও প্রযোজ্যতা অনুসারে শর্তসমুহ প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৬) আইনের ধারা ১১ অনুসারে লাইসেন্স প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে চাহিলে কারণ উল্লেখপূর্বক বা ক্ষেত্রবিশেষে বা সরকারের আদেশে কারণ উল্লেখ না করিয়া আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৮। **লাইসেন্স হস্তান্তর, লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন।— (১)** আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনভাবে লাইসেন্স হস্তান্তর বিষয়ে অবহিত হইলে প্রয়োজনে নিজে তদন্তক্রমে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যম উহা বাতিল ঘোষণা করিবেন এবং লাইসেন্স সমুহের হার্ডকপি এবং ডিজিটাল রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিবেন।

(২) লাইসেন্স নবায়নের জন্য আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে আইনের ধারা ১২ অনুসারে লাইসেন্সধারী ব্যক্তি নির্দিষ্ট ফরম-১ এ মূল লাইসেন্স সমেত সরাসরি হার্ডকপিতে আবেদন দাখিল করিবেন ।

(৩) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়নে সম্মত হইলে এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি সরকারি নির্দিষ্ট খাতে পরিশোধ করা হইলে তিনি লাইসেন্সের নির্দিষ্ট স্থানে নবায়নের মেয়াদ উল্লেখ করিয়া স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৪) লাইসেন্স স্থগিতকালীন বা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স দ্বারা মৎস্যপণ্য রপ্তানি বা রপ্তানির জন্য মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন করা যাইবে না।

৯। নাম পরিবর্তন ।- (১) বিধি ৭ এর আওতায় লাইসেন্স গ্রহণের পর কারখানা বা স্থাপনার মালিক যে নামে লাইসেন্স বিদ্যমান আছে তাহার পরিবর্তে অন্য কোন নামে নাম পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সমেত আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন-

(ক) বলবৎ লাইসেন্স গ্রহণকারী নিজ নামে ও স্বাক্ষরে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করিবেন।

(খ) কোন অপরাধের দায় এড়াইবার জন্য নহে বা কোন দেনার দায় এড়াইবার জন্য নহে এইরূপ ঘোষণা সম্বলিত এফিডেবিট।

(গ) 'কোম্পানি আইন ১৯৯৪,' মোতাবেক কোন নিবন্ধিত কোম্পানি হইলে পরিবর্তিত নামের নিবন্ধিত সনদ।

(ঘ) ন্যূনতম দুইটি জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি কপি।

(ঙ) বিদ্যমান ব্যবসা লাইসেন্সের মূল কপি।

(চ) কোন রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হইলে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে অবহিতকরণের কপি।

(ছ) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আইন বা এই বিধির অধীন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত অন্য যে কোন দলিল।

(২) উপবিধি (১) অধীন কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদন বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে লাইসেন্সের নামের পরিবর্তন করিবার আদেশ প্রদান করিবেন।

(ক) বিদ্যমান লাইসেন্স বাতিল ঘোষণাক্রমে নূতন নামে লাইসেন্স ইস্যু করিবেন এবং কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ।

(খ) নিজ কার্যালয়ের রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) মোতাবেক লাইসেন্সের নাম পরিবর্তন আবেদন না মঞ্জুর করা হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে অবহিত করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে লাইসেন্সে নাম পরিবর্তন করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের দায়ে আঞ্চলিক উযুক্ত কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যাইবে না।
(৫) নাম পরিবর্তনের জন্য ফি প্রযোজ্য হইবে।

১০। ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রাপ্তি।— (১) কোন সংগত কারণে লাইসেন্স হারাইয়া গেলে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট থানায় দায়েরকৃত সাধারণ ডায়েরীর কপিসহ বা নষ্ট হইয়া পাঠোদ্ধারযোগ্য না থাকিলে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স গ্রহণের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করিবেন।
(২) বিধি মোতাবেক তদন্তপূর্বক যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হইলে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একই নামে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিবেন, নিজ দপ্তরে রক্ষিত রেজিস্টারে 'ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যকৃত' মর্মে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।
(৩) ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু বাবদ ফি প্রযোজ্য হইবে।

১১। চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদনকারীর লাইসেন্স ইত্যাদি। (১) কোন ব্যক্তি আইন ও বিধির অধীনে বিদ্যমান যে কোন কারখানার বা স্থাপনার লাইসেন্সধারী মালিকের সহিত মৎস্যপণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশে রেজিস্টার্ড চুক্তিনামা সম্পাদন সাপেক্ষে চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদক হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য ফরম-৩ এ এখতিয়ার সম্পন্ন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে মৎস্যপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের লাইসেন্স প্রাপ্তি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদক হিসাবে মৎস্যপণ্য উৎপাদন করিতে পারিবেন না।
(২) দফা (ক) উল্লিখিত চুক্তিনামার মেয়াদ অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর হইবে।
(৩) সংশ্লিষ্ট কারখানা বা স্থাপনার নিজস্ব বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার বেশি চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদক মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা উৎপাদন করিতে পারিবেন না।
(৪) চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদক হিসাবে লাইসেন্সধারী নিজস্ব ব্রান্ড নামে মৎস্যপণ্য বাজারজাত করিবেন এবং প্যাকেটের গায়ে কারখানা বা স্থাপনার স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং প্রস্তুতকারক ও বাজারজাতকারক হিসাবে চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদক লাইসেন্সে উল্লিখিত নিজ নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
(৫) মৎস্যপণ্য মজুদ এবং মান পরীক্ষার জন্য মূল কারখানার মালিকের নিয়ন্ত্রণাধীন যথাক্রমে স্থান এবং ল্যাবেরেটরি চুক্তি মোতাবেক মূল্য গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন।
(৬) আইন বা এই বিধির বা বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধি বা সরকার বা কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ যে সকল বিধান, যাহা মূল কারখানার মালিকের জন্য প্রযোজ্য হইবে উহার সকলই চুক্তিভুক্ত মৎস্যখাদ্য উৎপাদকের জন্য প্রযোজ্য হইবে।
(৭) লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিধি ৭ ক্ষেত্রমতে প্রযোজ্য হইবে তবে লাইসেন্স ফরম-৪ তে প্রস্তুত করিয়া জারি করিবেন।
(৮) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদকের লাইসেন্সে আইন বা এই বিধির অধীন বা কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্টকৃত যে কোন শর্ত অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবেন।

১২। আমদানিকৃত মৎস্য বা রপ্তানির জন্য নিবন্ধিত খামার হইতে সংগৃহীত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মৎস্যপণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কারখানা বা স্থাপনার লাইসেন্স প্রাপ্তি ইত্যাদির সাধারণ শর্তাবলী। (১) আমদানিকৃত মৎস্য বা রপ্তানির জন্য নিবন্ধিত খামার হইতে সংগৃহীত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মৎস্যপণ্য উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কারখানা বা স্থাপনার লাইসেন্স প্রাপ্তি ইত্যাদির সাধারণ শর্তাবলী - (ক) আবেদনকারীর যে সকল কাগজাদি থকিতে হইবে-

(ক) কারখানা বা স্থাপনার নকশা (লে আউট)
(খ) নিবন্ধিত কোম্পানি হইলে উহার নিবন্ধনের সনদ।
(গ) রপ্তানি ও আমদানি নিবন্ধন সনদ।
(ঘ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।
(ঙ) ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের এর ছাড়পত্র বা লাইসেন্স
(চ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স
(ছ) পণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনের বা স্থানীয় বণিক সমিতির নিবন্ধনের সনদ।
(জ) কর শনাক্তকরণ সনদ (TIN)
(ঝ) ভ্যাট নিবন্ধন সনদ
(ঞ) কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত না হইলে মালিকের বা মালিকপক্ষের স্বীকৃত প্রতিনিধির জাতীয় পরিচয়পত্র
(ট) জমির মালিকানার সনদ বা চুক্তিপত্র
(ঠ) কল-কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদ।
(ড) আবেদনে বর্ণিত বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত অন্য যে কোন দলিল।
(২) আইন বা এই বিধি বা বিধি অনুসারে প্রনীত নির্দেশিকা বা আইন ও এই বিধির অধীনে কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তসমুহ প্রতিপালন করিবেন।
(৩) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও স্থাপনা স্থাপনের শর্তাবলী;
(ক) স্থানটি পরিষ্কার, যথাসম্ভব উঁচু এবং পুকুর, খাল ও নালা-নর্দমা হইতে এইরূপ দূরে হইতে হইবে যাহাতে তরল কোন বর্জ্য গড়াইয়া উহাতে না পড়ে;
(খ) মেঝে আবর্জনাযুক্ত, স্যাঁতস্যাঁতে, ভেজা বা পিচ্ছিল রাখা যাইবে না এবং শক্ত, মসৃন ও অভেদ্য (hard, smooth and impervious) হইবে, উহার ঢাল নিষ্কাশনের নালার অভিমুখী হইবে;
(গ) পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি সরবরাহ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;
(ঘ) বানিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য না থাকিলে মৎস্যজাত বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে নিষ্পন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
(ঙ) ভবনের ভেতরের দেয়ালের বহি-আবরণ পানি দ্বারা পরিষ্কারযোগ্য হইবে;
(চ) ভবনের ছাদ আবহাওয়ার যে কোন অবস্থার জন্য নিরাপদ এবং ভিতরের তাপমাত্রা সহনশীল হইবে;
(ছ) ভবনে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;
(জ) ভবনের নকশা এমনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে মৎস্য বা প্রক্রিয়াজাত মৎস্যে রোগ-জীবাণুর সংক্রমণের সম্ভাবনা শূণ্য পর্যায়ে থাকে এবং মৎস্য গ্রহণ হইতে প্রক্রিয়াকরণের শেষ পর্যন্ত প্রবাহ একমুখী হয়;
(ঝ) রোগাক্রান্ত বা পঁচা মৎস্য বা উহার অফাল বা ভিসেরা বা উহাদের অংশ সংরক্ষণের জন্য বায়ুরোধক নিরাপদ পাত্র মজুদ রাখিতে হইবে;
(ঞ) ভবনে পর্যাপ্ত পরিষ্কার এবং ঠান্ডা ও গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;
(ট) ভবনে কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি মজুদ থাকিতে হইবে;
(ঠ) কারখানা বা স্থাপনার মালিক ভবন বা কারখানা ও স্থাপনার সর্বত্র মৎস্যের মান রক্ষার্থে আঞ্চলিক উযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত উহার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত মান নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত মান-নিয়ন্ত্রণ কর্মী নিয়োজিত রাখিবেন;
(ঠ) প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ থাকিতে হইবে এবং মেঝে, দেয়াল ও সিলিং এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে ব্যবহার উপযোগী যন্ত্রাদি জীবাণুমুক্ত রাখিতে হইবে;
(ড) তরল বর্জ্য নিষ্কাশন ও জমা করিবার জন্য, ভবনের অভ্যন্তর হইতে জমাব করিবার গর্ত পর্যন্ত পৃথক নালা;

(ঢ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ, মজুদ বা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে এমন কোনো পাত্র বা সরঞ্জামাদি বা মোড়কসামগ্রী ব্যবহার করা যাইবে না, যাহা মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার গুণগত মান নষ্ট করিতে বা উহাতে পচন ঘটাইতে বা উহাকে দূষিত করিতে পারে।

(ণ) পরজীবী দ্বারা স্পষ্টত রোগাক্রান্ত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(ত) কারখানা বা স্থাপনার প্রবেশমুখে অনুপ্রবেশকারী উহার কর্মী বা অন্য কোন ব্যক্তি হইতে সংক্রমন রোধে যথার্থ ভৌত ও জৈবিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(থ) শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুসারে কারখানা বা স্থাপনা পরিচালিত হইতে হইবে।

(দ) সামুদ্রিক নৌযানে প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপনা থাকিলে এই বিধির অধীনে লাইসেন্সসহ সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক লাইসেন্স থাকতে হইবে।

(ধ) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান কোনভাবেই অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ বা উহা প্রক্রিয়াজাত করিতে পারিবেনা।

(ন) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের প্রক্রিয়াকরণ অংশ আইন ও এই বিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত শর্ত বা পরিচালনা পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) প্রধান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপবিধি (১) ও (২) উল্লিখিত এক বা একাধিক শর্তাবলী বিধি —- অনুসারে প্রস্তুত ও জারিকৃত নির্দেশাবলীতে অন্তর্ভুক্ত বা উহার যে কোন শর্তকে আরো বিশেষায়িত বা সুনির্দিষ্ট করিয়া অন্তর্ভূক্তকমে কার্যকর করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
কারখানা, বাজার, ইত্যাদি পরিদর্শন ও প্রশাসনিক জরিমানা।

১৩। প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়।— (১) লিখিত আদেশ দ্বারা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে হইবে এবং আদেশে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে-

(ক) পরিদর্শিত কারখানা বা স্থাপনা বা নৌযান বা পরিবহন বা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান বা মৎস্য খামারের নামসহ উহার মালিকের বা প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা (লাইসেন্স বা নিবন্ধন বা ব্যবসায়ী লাইসেন্স অনুসারে) ।

(খ) জরিমানা আরোপের কারণ এবং আইন ও এই বিধির যে বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে উহা।

(গ) জরিমানার পরিমান (অংকে ও কথায়) ।

(ঘ) জরিমানা আদায়ের তারিখ।

(ঙ) পরিদর্শনকালীন উপস্থিত ন্যূনতম দুইজন ব্যক্তি (পরিদর্শক নিজে নহে) যথা, তাহার সংগী এবং উক্তসময়ে উপস্থিত অন্য যে কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর।

(জ) জব্দ করা হইলে উহার বিবরণী এবং পচনশীলতার কারণে ধ্বংস করা হইলে উহার উল্লেখ।

(ঝ) পরিদর্শকের স্বাক্ষর।

(ঞ) আদেশ বুঝিয়া পাইবার পক্ষে পরিদর্শিত কারখানা বা স্থাপনা বা নৌযান বা পরিবহন বা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান বা মৎস্য খামারের নামসহ উহার মালিকের বা প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর।

(২) তাৎক্ষণিকভাবে আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা আদায় না হইলে কারখানা বা স্থাপনা বা নৌযান বা পরিবহন বা বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের বা মৎস্য খামারের নামসহ উহার মালিকের বা প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামে Public Demand Recovery Act 1913 আইনের আওতায় উহা আদায়যোগ্য হইবে।

১৪। **আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ , পরীক্ষণ ও ছাড়করন**।- (১) আইন বা এই বিধিমালার বিধানাবলী যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে বা হইতেছে কিনা, তাহা নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে **পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা** যে কোনো সময়ে যে কোনো মৎস্য বিক্রয়ের অভ্যন্তরীণ বাজার, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও উহার প্রাঙ্গণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে কারখানায় আনীত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য, প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত উপকরণ, মোড়ক দ্রব্যাদি, প্রক্রিয়াজাত বা রপ্তানিতব্য বা আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের জন্য কার্টুন ও পাত্র এবং মজুদ স্থান, সকল প্রকার স্থাপনা, মৎস্য আহরণে নিয়োজিত নৌযান, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিবহণে নিয়োজিত এয়ারক্রাফটসহ যে কোনো যানবাহন, স্থাপনা ও উহার প্রাঙ্গন, মৎস্য সংরক্ষণে ব্যবহারের নিমিত্ত বরফকল, মৎস্যচাষ খামার, জলাশয়, এবং কারখানায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, স্থাপনায় মৎস্য হ্যান্ডলিং পদ্ধতি, এবং Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ট্রেসিবিলিটি, স্ব-পরীক্ষণ (own check) পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন, আমদানিকৃত ও রপ্তনিতব্য কনসাইনমেন্টের কন্টেইনার, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ভৌত গুণাগুন পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং বিনামূল্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা বা এতদসংক্রান্ত যে কোন তথ্য-উপাত্ত, কাগজপত্র বা তাহার কপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তবে আমদানি-রপ্তানি বন্দরে স্থিত বা আগত আমদানিকৃত ও রপ্তনিতব্য কনসাইনমেন্টের কন্টেইনার মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা পরিদর্শনসহ পরিদর্শকারী কর্মকর্তার অনুরূপ কার্য করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপভাবে পরিদর্শন করা যাইবে-

(ক) অন-স্পট পরিদর্শন; (খ) প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন; (গ) মাসিক বা রুটিন পরিদর্শন; (ঘ) বাৎসরিক মূল্যায়নের নিমিত্ত পরিদর্শন ও (ঙ) আমদানিকারকের চাহিদা অনুসারে বিশেষ পরিদর্শন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা এই বিধিমালার বিধানাবলী পালনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট মৎস্য প্রক্রিয়াজাত বা বাজারজাত না করিবার অথবা নষ্ট করিয়া ফেলিবার বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্য করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) মোতাবেক পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা বাহ্যিক গুণাগুণ (organoleptic) পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং অনুজীব (microbiological) ও রাসায়নিক (chemical) পরীক্ষার জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বা (random sampling) বা নির্দিষ্টকৃত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা বিনামূল্যে সংগ্রহ করিতে পারিবেন

(৫) উপবিধি (৪) এর পরীক্ষণের যাবতীয় ব্যয় ভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বহন করিতে হইবে;

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীনে পরীক্ষণের ফলাফল অগ্রহণযোগ্য হইলে প্রযোজ্য আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(৮) এই বিধির অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, প্রদত্ত পরিচয়পত্র বহন করিবেন।

(৯) পরিদর্শন শেষ হইলে যথাশীঘ্র সম্ভব ফরম-৫ এ পরিদর্শন প্রতিবেদন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে বদ্ধ খামে ফরম-৫ এ দাখিল করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
মৎস্য খামার নিবন্ধন, ইত্যাদি

১৫। **মৎস্য খামার নিবন্ধন ইত্যাদি।** - (১) মৎস্য খামারের মালিক খামারের নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য আবেদন এক্তিয়ার সম্পন্ন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার বরাবরে নির্দিষ্ট ফরম-৬ এ বর্ণিত কাগজাদি সমেত সরাসরি হার্ডকপিতে বা মহাপরিচালক নির্ধারিত ওয়েবলিংকে ই-ফর্মে বা ই-মেইলে উহাতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট স্ক্যানকৃত কাগজাদি সংযুক্তি হিসাবে প্রদানপূর্বক দাখিল করিবেন ।

(২) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে প্রয়োজনে তদন্তক্রমে ও সংযুক্তি হিসাবে প্রদত্ত কাগজাদি যাঁচাইক্রমে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যের যথার্থতা বিবেচনা করিয়া সন্তোষ হইলে ফরম-৭ এ নিবন্ধনপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত নিবন্ধনের বিষয় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার তাহার অফিসে সংরক্ষিত খামার নিবন্ধন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা অনুমোদিত উত্তম মৎস্য চাষের জন্য উপযোগী যে শর্ত নির্ধারণ করিবেন উহার সকল বা যে কোন এক বা একাধিক শর্ত নিবন্ধনপত্রে উল্লেখ করিতে পারিবেন এবং এইরূপে শর্ত উল্লেখ না করা হইলেও প্রযোজ্যতা অনুসারে উহা মৎস্য চাষের শর্তসমুহ প্রয়োগযোগ্য হইবে।

(৫) নিবন্ধনের জন্য কোন আবেদন জেলা মৎস্য অফিসার বা বিভাগীয় উপপরিচালক বরাবর দাখিলকৃত হইলে তিনি উহা এক্তিয়ার সম্পন্ন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার এর নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৬) নিবন্ধনের জন্য অসম্পূর্ণ আবেদন ফরম বা ফরমে উল্লিখিত নির্ধারিত কাগজাদি সংযুক্ত না করা হইলে বা সরকারের লিখিত কোন নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার আবেদন গ্রহনে বা নিবন্ধনপত্র প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নিবন্ধনপত্র প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে উহার কারণসহ বা ক্ষেত্রমতে কারণ উল্লেখ ব্যতীত আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) নিবন্ধনের জন্য আবেদনমূলে নিবন্ধনপত্র প্রদান করা হউক বা না হউক উহা এক্তিয়ারসম্পন্ন জেলা মৎস্য অফিসার, উপপরিচালক (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) কে অবহিত করিবেন।

(৮) নিবন্ধনপত্রের মেয়াদ জারির তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না এবং মেয়াদান্তে উহা বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং অনুরূপ বাতিল নিবন্ধনপত্র সংশ্লিষ্ট খামার হইতে উৎপাদিত মৎস্য বা উহা হইতে প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য রপ্তানির জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদান করা যাইবে না।

(৯) নিবন্ধনপত্রে উল্লিখিত খামারস্থিত জলাশয় ব্যতীত অন্য কোন জলাশয়ের ক্ষেত্রে উক্ত নিবন্ধনপত্র কার্যকর হইবে না।

(১০) নিবন্ধনগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে প্রদর্শনের জন্য বা লিখিতভাবে নিবন্ধনপত্র তলব করিলে তিনি উহা প্রদর্শন করিবেন।

১৬। **পুনঃনিবন্ধনের জন্য আবেদন ইত্যাদি।**— (১) এক্তিয়ার সম্পন্ন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার নিজে বা জেলা মৎস্য অফিসার বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ বা সরকারের নির্দেশনা প্রাপ্ত হইলে ধারা ১৭ এর উপধারা (১) অনুসারে লিখিত আদেশ দ্বারা নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) নিবন্ধন গ্রহণকারী উপবিধি (১) মোতাবেক স্থগিত বা বাতিল করিবার আদেশ প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার বরাবরে পুনঃ নিবন্ধনের জন্য কারণ এবং স্থগিত বা বাতিলের কারণ দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে উল্লেখপূর্বক লিখিত আবেদন করিবেন।

(৩) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে প্রয়োজনে তদন্তক্রমে ও সংযুক্তি হিসাবে প্রদত্ত কাগজাদি যাঁচাইক্রমে মতামতসহ প্রতিবেদন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেলন করিবেন এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত রাখিবেন।

(৪) উপবিধি (৩) মোতাবেক প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইলে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনে আরো তদন্তক্রমে পুনঃনিবন্ধনের আবেদন অনুমোদন করিয়া বা না করিয়া সিনিয়র উপজেলা মৎস্য

অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসারকে অবহিত করিবেন এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার বা উপজেলা মৎস্য অফিসার আঞ্চলিক উযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক বিধি ১৫ এর উপবিধি (২) বা (৩) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিতের বিষয় অফিসে রক্ষিত নিবন্ধন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিয়া হালনাগাদ রাখিবেন।

১৭। মৎস্য খামারের নিবন্ধনের জন্য শর্তাবলী।-(১) মৎস্য খামারের জমির মালিক বা লীজ গ্রহিতা বছরের যে কোন সময় নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) লীজ গ্রহিতাদের ক্ষেত্রে জমির মালিকের সাথে সরকার নির্ধারিত মূল্যের স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা থাকিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধনকৃত মৎস্য খামারে নিষিদ্ধ ঘোষিত মৎস্য প্রজাতি চাষ করা যাইবে না।

(৪) নিবন্ধনকৃত মৎস্য খামারে প্রধান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি (best aquaculture practice) অনুসরণ করিয়া মানসম্পন্ন নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন করিতে হইবে।

(৫) সরকারি নদী বা খাল বন্ধ করিয়া ও নদীর পাড়কে মৎস্য খামারের বাধ হিসাবে ব্যবহার করিয়া মৎস্য খামার নির্মাণ করা যাইবে না।

(৬) সরকারি বা খাস জমি বা জলাশয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা অনুমোদন ব্যতিরেকে মৎস্য খামার স্থাপন করা যাইবে না।

(৭) মৎস্য খামারের কারণে খামারের পার্শ্ববর্তী জমিতে বা স্থাপনায় বা সরকারী রাস্তায় কোন ধরণের জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করা যাইবে না।

(৮) মৎস্য খামার করার ক্ষেত্রে খামার মালিককে ঘেরের চারদিকে নিজ খরচে বাঁধ বা পাড় তৈরী করিতে হইবে এবং ভাঙ্গান রোধের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৯) পার্শ্ববর্তী জমির সুরক্ষায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রত্যেক মৎস্য খামারের পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে বহিনির্গমণ ড্রেন বা নালা থাকিতে হইবে এবং খামারের পাড়ের উপরিভাগে কমপক্ষে ৩ ফুট চওড়া বাঁধ থাকিতে হইবে।

(১০) মৎস্য খামারের বাঁধের সাথে সরকারি রাস্তা থাকিলে খামারের বাঁধের উচ্চতা সরকারি রাস্তা হতে কম করিতে হইবে।

(১১) গ্রামীণ সড়ক, সরকারি রস্তা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাঁধকে খামারের পাড় হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে না; এক্ষেত্রে মৎস্য খামারের জন্য আলাদা সুরক্ষা ঢাল নির্মান থাকিতে হইবে। খামারের অবস্থান সরকারি রাস্তা বা অবকাঠামো হতে কমপক্ষে ১০ ফুট দুরে হইবে।

(১২) মৎস্য খামারে লবণাক্ত বা স্বাদু পানি প্রবেশের নিমিত্তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ, স্লুইসগেট ইত্যাদি অবকাঠামোসহ সরকারি কোন স্থাপনার ক্ষতি করা যাইবে না।

(১৩) মৎস্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ে (পোনার উৎস, এবং ব্যবহৃত অনুমোদিত খাদ্য, পরিমাণ, প্রজাতি, রাসায়নিক পদার্থ) সুনির্দিষ্টভাবে রেকর্ড pond book সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে ।আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্র মৎস্যচাষী বা খামার মালিক তা দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৪) স্থগিত বা বাতিলকৃত বা নামঞ্জুরের কারণে প্রত্যাখিত মৎস্য খামারের ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি নিরসনপূর্বক তথ্যাদি ও প্রমাণকসহ পুনঃআবেদন করিতে পারিবেন।

(১৫) নিবন্ধনের জন্য পুনঃআবেদন প্রেক্ষিতে স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তথ্যাদি যাচাইপূর্বক পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবেন।

(১৬) প্রধান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত কারণে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে আইন বা এই বিধির অধীন অন্য যে কোন শর্ত নির্ধারণ করিতে পারিবেন বা এক একাধিক শর্ত বাতিল করিতে পারিবেন।

১৮। নাম পরিবর্তন ।- (১) বিধি ১৫ এর আওতায় নিবন্ধন গ্রহণের পর খামারের মালিক যে নামে নিবন্ধন বিদ্যমান আছে তাহার পরিবর্তে অন্য কোন নামে নাম পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সমেত স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন-

(ক) বলবৎ নিবন্ধন গ্রহণকারী খামার মালিক নিজ নামে ও স্বাক্ষরে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করিবেন।

(খ) কোন অপরাধের দায় এড়াইবার জন্য নহে বা কোন দেনার দায় এড়াইবার জন্য নহে এইরূপ ঘোষণা সম্বলিত এফিডেবিট।

(ঙ) বিদ্যমান নিবন্ধনপত্রের মূল কপি।

(চ) কোন রেজিস্টার্ড ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য হইলে সংশ্লিষ্ট সমিতিকে অবহিতকরণের কপি।

(ছ) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আইন বা এই বিধির অধীন স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত অন্য যে কোন দলিল।

(২) উপবিধি (১) অধীন কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে নিবন্ধনপত্রে নামের পরিবর্তন করিবার আদেশ প্রদান করিবেন।

(ক) বিদ্যমান নিবন্ধনপত্র বাতিল ঘোষণাক্রমে নূতন নামে নিবন্ধনপত্র ইস্যু করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ।

(খ) নিজ কার্যালয়ের রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) মোতাবেক নিবন্ধপত্রে নাম পরিবর্তন আবেদন না মঞ্জুর করা হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে অবহিত করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে নিন্ধনপত্রে নাম পরিবর্তন করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের দায়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যাইবে না।

(৫) নাম পরিবর্তনের জন্য ফি প্রযোজ্য হইবে।

১৯। ডুপ্লিকেট নিবন্ধনপত্র প্রাপ্তি।— (১) কোন সংগত কারণে নিবন্ধনপত্র হারাইয়া গেলে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট থানায় দায়েরকৃত সাধারণ ডায়েরীর কপিসহ বা নষ্ট হইয়া পাঠোদ্ধারযোগ্য না থাকিলে ডুপ্লিকেট নিবন্ধনপত্র গ্রহণের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বরাবর আবেদন করিবেন।

(২) বিধি মোতাবেক তদন্তপূর্বক যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হইলে স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একই নামে ডুপ্লিকেট নিবন্থনপত্র জারি করিবেন, নিজ দপ্তরে রক্ষিত রেজিস্টারে 'ডুপ্লিকেট নিবন্ধনপত্র জারিকৃত' মর্মে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) ডুপ্লিকেট নিবন্ধনপত্র ইস্যু বাবদ ফি প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
কারখানা বা স্থাপনার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

২০। মৎস্য খামারে ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। - (১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মৎস্য চাষে ব্যবহৃত ক্ষতিকর নহে এইরূপ রাসায়নিক পদার্থের তালিকা এবং রোগাক্রান্ত মৎস্যের চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে পরিচালক, কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালের সহযোগিতায় প্রস্তুতকৃত এইরূপ ঔষধের তালিকা পৃথকভাবে সরকারের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(২) সরকার উপবিধি (১) অনুসারে প্রাপ্ত তালিকা যাঁচাইয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য অধিদপ্তরের দুইজন প্রতিনিধি, ঔষধ প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং সরকার স্বীকৃত বিশ্বদ্যিালয়ের মৎস্য অনুষদের একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত

কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উহাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন ও এইরূপ তালিকা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) ক্ষতিকর নহে এইরূপ তালিকাভূক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের কারণ এবং ব্যবহারের নিয়মাবলী খামারের উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি (best aquaculture practice) নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান বা ভেটেরিনারি কর্মকর্তা মৎস্যের রোগ নিরাময়ে যে ঔষধ যে ভাবে ব্যবস্থাপত্রে নির্দেশনা প্রদান করিবেন সেই ভাবে প্রয়োগ করা যাইবে এবং খামার মালিক এইরূপ ব্যবস্থাপত্র মৎস্য আহরণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) মহামারির ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত মৃত মৎস্যের কারণ অনুসন্ধানে স্থানীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা ময়না তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বা উহা ছাড়ায় অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন এবং প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদন আকারে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

২১। কারখানা বা স্থাপনায় কর্মরত কর্মচারী বা শ্রমিকের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ।– (১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কারখানা বা স্থাপনায় কর্মরত কর্মচারী বা শ্রমিকের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার জন্য এই বিধি প্রকাশের অন্যূন ৬০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ছক প্রস্তুত করিয়া প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কার্যকর করিবেন।

(২) প্রত্যেক কারখানা স্থাপনার মালিক উপবিধি (১) অনুসারে প্রকাশিত ছক মোতাবেক রেজিস্টার সংশোধন করিয়া হালনাগাদ করিবেন।

২২। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকস, অনুজীব, হেভী মেটাল, কীটনাশক, রঞ্জক পদার্থ, এডিটিভস, স্টেরয়েডস, হরমোন এবং অন্য কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ এর অনুমোদিত মাত্রা।– (১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকস, অনুজীব, হেভী মেটাল, কীটনাশক, রঞ্জক পদার্থ, এডিটিভস, স্টেরয়েডস, হরমোন এবং অন্য কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ এর অনুমোদিত মাত্রা নির্ধারণের জন্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের আহ্বায়ক করিয়া মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব, মৎস্য অধিদপ্তরের দুইজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, ঔষধ প্রশাসন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), বাংলাদেশ পরামানু শক্তি কমিশনের এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং সরকার স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য অনুষদের একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশের বা পুনঃসুপারিশের ভিত্তিতে উহাদের প্রত্যেকটির মাত্রার তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন ও এইরূপ তালিকা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি, রপ্তানি, ইত্যাদি।

২৩। **আমদানি অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন দাখিল, অনাপত্তিপত্র প্রস্তুত, জারি ইত্যাদি।** - (১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বরাবরে নির্দিষ্ট ফরম-৮ এ বর্ণিত কাগজাদি সমেত সরাসরি হার্ডকপিতে বা কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ওয়েবলিংকে ই-ফর্মে বা ই-মেইলে উহাতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট স্ক্যানকৃত কাগজাদি সংযুক্তি হিসাবে প্রদানপূর্বক দাখিল করা যাইবে ।

(২) কোন আবেদন কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বরাবরে দাখিল করা হইলে তিনি উহা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এক্তিয়ার সম্পন্ন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।
(৩) আবেদন প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে প্রয়োজনে তদন্তক্রমে ও সংযুক্তি হিসাবে প্রদত্ত কাগজাদি যাঁচাইক্রমে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যের যথার্থতা বিবেচনা করিয়া ফরম-৯ এ অনাপত্তিপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আবেদনকারীর নির্দেশিত ই-মেইল বা অন্য যে ভাবে প্রাপ্তির জন্য আবেদন উল্লেখ করা হইয়াছে, সে পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন।
(৪) প্রস্তুতকৃত অনাপত্তিপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট এক্তিয়ার সম্পন্ন মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনে যে কোন নির্দেশনাসহ প্রেরণ করিবেন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব পেজে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
(৫) কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমদানির জন্য যে শর্ত নির্ধারণ করিবে উহার সকল বা যে কোন এক বা একাধিক শর্ত অনাপত্তিপত্রে উল্লেখ করিতে পারিবেন এবং এইরূপে শর্ত উল্লেখ না করা হইলেও বাংলাদেশে বলবৎ আইন, বিধি এবং নীতি আদেশের বিধান প্রযোজ্যতা অনুসারে প্রয়োগযোগ্য হইবে।
(ব্যাখ্যা- মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা বলিতে মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৮ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপধারা (১৪) তে বর্ণিত মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।)

২৪। অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ ইত্যাদি।- (১) অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ জারির তারিখ হইতে ৯০ দিনের অধিক হইবে না এবং মেয়াদান্তে তাহা বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং অনুরূপ বাতিল অনাপত্তিপত্র মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য গ্রহনযোগ্য হইবে না।
(২) আমদানি অনাপত্তিপত্র যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য ক্ষেত্রে জারি করা হইবে এবং যে প্রোফরমা ইনভয়েস এর বিপরীতে আবেদন করা হইয়াছে উহা ব্যতীত অন্য কোন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য এর জন্য গ্রহনযোগ্য হইবে না, তবে কোন কারণে উক্ত মেয়াদের আমদানি করিতে অসমর্থ হইলে আমদানিকারক সরকার বরাবরে কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং সরকারের নিকট উপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
(৩) আমদানিকারক আমদানি অনাপত্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করিলে বা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বা মৎস্য স্বাস্থ্য সমস্যার উদ্ভব হইলে বা মহামারির আশংকা থাকিলে বা যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ যে কোন সময়ে হ্রাস করিতে বা আমদানির অনুমতি বাতিল করিতে পারিবেন।

২৫। আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ঘোষণা।— (১) আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে আমদানিকারককে এক্তিয়ারসম্পন্ন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ ঘোষণাপত্র দাখিল করিবেন-
(ক) আমদানিকৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম।
(খ) পরিমান।
(গ) ইস্যুকৃত অনাপত্তিপত্রের কপি।
(ঘ) রপ্তানিকারী দেশের স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ ।
(ঙ) যে পরিবহনে আনায়ন কবা হইবে উহার নাম।
(চ) আগমন বন্দরের নাম এবং সম্ভাব্য পৌছিবার তারিখ।
(ছ) রপ্তানিকারী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নাম।
(জ) আইনের ধারা ২৪ এর উপধারা (৩) অনুসারে প্রতিবেদন।

(২) উপবিধি (১) বর্ণিত ঘোষণার কপি আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আগমনী বন্দরের মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তাকে প্রয়োজনে নির্দেশনাসহ অবহিত করিবেন।

২৬। মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কার্টন, মোড়ক, পাত্র ও লেবেলিং ইত্যাদি।-(১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের পাত্র, মোড়ক ও কার্টুনে *অভ্যন্তরীণ* বাজারে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে এবং আমদানির ক্ষেত্রে বাংলা বা ইংরেজিতে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের চাহিদামত ইংরেজিতে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজির সাথে আমদানিকারক দেশের চাহিদানুযায়ী বা ক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ভাষায় নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) মৎস্যের প্রচলিত এবং বৈজ্ঞানিক নাম;

(খ) প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর, ব্রান্ডের নাম;

(গ) ব্লকে বা পাত্রে বা মোড়কে পণ্য উৎপাদনের শিফট কোড নম্বর;

(ঘ) মৎস্যের নিস্কাশিত ওজন বা প্রকৃত ওজন;

(ঙ) প্রক্রিয়াজাতকরণের তারিখ;

(চ) পণ্য ব্যবহারের সর্বশেষ মেয়াদ;

(ছ) প্রক্রিয়াজাতকরণে কোন উপাদান ব্যবহার করা হইলে উহাদের নাম ও হার;

(জ) পণ্যের পুষ্টিমানের বিবরণ;

(ঝ) উৎস শনাক্তের জন্য বার কোড বা কিউ আর কোড নম্বর বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে অন্য যে কোন সংকেত বা কোড;

(ঞ) মাস্টার কার্টনের গায়ে কার্টন নম্বর, কনসাইনমেন্ট নম্বর এবং ক্ষেত্র বিশেষে আমদানিকারকের চাহিদা মোতাবেক আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে পণ্যের ব্র্যান্ড নাম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে;

(ট) মৎস্য বা মৎস্যপন্য উৎপাদনের মূল দেশ (country of origin);

(ঠ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মৎস্যপণ্য উৎপাদনকারী দেশের নাম, পণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ তাপমাত্রা; পণ্য গ্রহণে সতর্কতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির তথ্য।

(ড)আমদানীকারকের চাহিদা অনুসারে অতিরিক্ত যেকোনো তথ্যাদি।

(২) চুক্তিপত্র বা ঋণপত্রের শর্তানুযায়ী মোড়কে ক্রেতার নির্দেশিত ব্রান্ড ও মার্ক ব্যবহার করা যাইবে, তবে একই স্বাস্থ্যসনদে বিভিন্ন ব্রান্ডের পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না।

২৭। রপ্তানি অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন দাখিল, অনাপত্তিপত্র প্রস্তুত, জারি ইত্যাদি। (১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিবারে অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে নির্দিষ্ট ফরম-১০ এ বর্ণিত কাগজাদি সমেত সরাসরি হার্ডকপিতে বা মহাপরিচালক নির্ধারিত ওয়েবলিংকে ই-ফর্মে বা ই-মেইলে উহাতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট স্ক্যানকৃত কাগজাদি সংযুক্তি হিসাবে প্রদানপূর্বক দাখিল করা যাইবে ।

(২) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনে তদন্তক্রমে ও সংযুক্তি হিসাবে প্রদত্ত কাগজাদি যাঁচাইক্রমে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যের যথার্থতা বিবেচনা করিয়া ফরম-১১ এ অনাপত্তিপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং আবেদনকারীর নির্দেশিত ই-মেইল বা অন্য যে ভাবে প্রাপ্তির জন্য আবেদন উল্লেখ করা হইয়াছে, সে পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন।

(৩) উপবিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত অনাপত্তিপত্রের কপি সংশ্লিষ্ট এক্তিয়ার সম্পন্ন সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব পেজে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ রপ্তানির জন্য যে শর্ত নির্ধারণ করিবে উহার সকল বা যে কোন এক বা একাধিক শর্ত অনাপত্তিপত্রে উল্লেখ করিতে পারিবেন এবং এইরূপে শর্ত উল্লেখ না করা হইলেও আইন বা এই বিধি এতদ উদ্দেশ্যে জারিকৃত নির্দেশিকা বা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারিকৃত শর্তাবলী প্রযোজ্যতা অনুসারে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

২৮। রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান ইত্যাদি। - (১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য যে দেশে রপ্তানি করা হইবে সে দেশের আইন, বিধি, নীতি এবং পরিচ্ছন্নতার (sanitory) শর্তাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন, বিধি, নীতি এবং পরিচ্ছন্নতার শর্তাবলি যে পরিমানে বা আকারে প্রয়োগযোগ্য সে পরিমানে ও আকারে শর্তাবলি প্রতিপালন ব্যতীত রপ্তানির জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদানের আবেদন গ্রহণ করিতে বা অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) রপ্তানিকারী রপ্তানিপূর্ব আমদানিকারি দেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি, নীতি এবং পরিচ্ছন্নতার শর্তাবলি নিজ দায়িত্বে অবহিত হইবেন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন শর্তাবলি বিষয়ে প্রমাণক চাহিলে রপ্তানিকারী তাহার উৎসসূত্রসহ সরবরাহ করিবেন।

(৩) অনাপত্তিপত্র প্রদানের পূর্বে উপবিধি (২) অনুসারে প্রাপ্ত আমদানিকারি দেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি, নীতি এবং পরিচ্ছন্নতার (sanitary) শর্তাবলি যাঁচাই করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিবেন।

(৪) এ বিধিতে যাহাই উল্লিখিত থাকুক না কেন কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমদানিকারি দেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি, নীতি এবং পরিচ্ছন্নতার শর্তাবলি অনুসারে রপ্তানিকারী বা উৎপাদনকারী খামার বা প্রক্রিয়াকরণ কারখানার জন্য পালনীয় নির্দেশাবলি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আদেশ আকারে বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন এবং প্রয়োজনে উহা সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

২৯। আমদানি ও রপ্তানির অনাপত্তিপত্র প্রদানে অসম্মতি প্রদান। - (১) আমদানি ও রপ্তানির অনাপত্তিপত্রের জন্য অসম্পূর্ণ আবেদন ফরম বা ফরমে উল্লিখিত নির্ধারিত কাগজাদি সংযুক্ত না করা হইলে বা সরকারের লিখিত কোন নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহনে বা অনাপত্তিপত্র প্রদানে কারণ উল্লেখসহ বা কারণ উল্লেখ ছাড়াই লিখিতভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৪) অনুমতিপত্রের জন্য আবেদনমূলে অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হইলে উহা এখতিয়ারসম্পন্ন মৎস্য সংগনিরোধ কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

৩০। অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ ইত্যাদি।- (১) আমদানি ও রপ্তানির অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ জারির তারিখ হইতে ৯০ দিনের অধিক হইবে না এবং মেয়াদান্তে তাহা বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং অনুরূপ বাতিল অনাপত্তিপত্র প্রযোজ্য বা অন্য কোন রপ্তানিতব্য মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের লট বা কনসাইনমেন্টের জন্য গ্রহনযোগ্য হইবে না।

(২) আমদানি অনাপত্তিপত্র যে মৎস্য বা মৎস্য মৎস্যপণ্যের ক্ষেত্রে জারি করা হইবে এবং যে প্রোফরমা ইনভয়েস এর বিপরীতে আবেদন করা হইয়াছে উহা ব্যতীত অন্য কোন মৎস্য বা মৎস্য মৎস্যপণ্যের লট বা কনসাইনমেন্টের জন্য গ্রহনযোগ্য হইবে না, তবে কোন কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্য রপ্তানি করিতে অসমর্থ হইলে রপ্তানিকারক সরকার বরাবরে কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং সরকারের নিকট উপযুক্ত প্রতীয়মান হইলে অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) আমদানিকারক রপ্তানিকারক অনাপত্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করিলে বা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বা মৎস্য স্বাস্থ্য সমস্যার উদ্ভব হইলে বা মহামারির আশংকা থাকিলে বা যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণে আঞ্চলিক উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষ অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ যে কোন সময়ে হ্রাস করিতে বা রপ্তানির জারিকৃত অনাপত্তিপত্র বাতিল করিতে পারিবেন।

৩১। মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কার্টন, মোড়ক, পাত্র ও লেবেলিং ইত্যাদি।-(১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের পাত্র, মোড়ক ও কার্টুনে *অভ্যন্তরীণ* বাজারে বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে এবং আমদানির ক্ষেত্রে বাংলা বা ইংরেজিতে এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের চাহিদামত ইংরেজিতে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজির সাথে আমদানিকারক দেশের চাহিদানুযায়ী বা ক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ভাষায় নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) মৎস্যের প্রচলিত এবং বৈজ্ঞানিক নাম;

(খ) প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর, ব্রান্ডের নাম;

(গ) ব্লকে বা পাত্রে বা মোড়কে পণ্য উৎপাদনের শিফট কোড নম্বর;

(ঘ) মৎস্যের নিস্কাশিত ওজন বা প্রকৃত ওজন;

(ঙ) প্রক্রিয়াজাতকরণের তারিখ;

(চ) পণ্য ব্যবহারের সর্বশেষ মেয়াদ;

(ছ) প্রক্রিয়াজাতকরণে কোন উপাদান ব্যবহার করা হইলে উহাদের নাম ও হার;

(জ) পণ্যের পুষ্টিমানের বিবরণ;

(ঝ) উৎস শনাক্তের জন্য বার কোড বা কিউ আর কোড নম্বর বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে অন্য যে কোন সংকেত বা কোড;

(ঞ) মাস্টার কার্টনের গায়ে কার্টন নম্বর, কনসাইনমেন্ট নম্বর এবং ক্ষেত্র বিশেষে আমদানিকারকের চাহিদা মোতাবেক আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে পণ্যের ব্র্যান্ড নাম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে;

(ট) মৎস্য বা মৎস্যপন্য উৎপাদনের মূল দেশ (country of origin);

(ঠ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মৎস্যপণ্য উৎপাদনকারী দেশের নাম, পণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ তাপমাত্রা; পণ্য গ্রহণে সতর্কতা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির তথ্য।

(ড)আমদানীকারকের চাহিদা অনুসারে অতিরিক্ত যেকোনো তথ্যাদি।

(২) চুক্তিপত্র বা ঋণপত্রের শর্তানুযায়ী মোড়কে ক্রেতার নির্দেশিত ব্রান্ড ও মার্ক ব্যবহার করা যাইবে, তবে একই স্বাস্থ্যসনদে বিভিন্ন ব্রান্ডের পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না।

৩২। বৈধ আমদানি বা রপ্তানি নিবন্ধন ব্যতীত রপ্তানি ও আমদানি নিষিদ্ধ । – (১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর হইতে অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তির জন্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর হইতে The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981. ইস্যুকৃত বৈধ আমদানি বা রপ্তানি নিবন্ধিত হইতে হইবে ।

(২) উপবিধি (১) বর্ণিত নিবন্ধন বৈধ হইবে যদি উহা মেয়াদোত্তীর্ণ না হয় বা সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক উহা বাতিল ঘোষণা না করা হয়।

৩৩। **হস্তান্তরিত নিবন্ধনপত্র বা লাইসেন্স দ্বারা কার্যক্রম নিষিদ্ধ ইত্যাদি ।** -(১) আইন ও এই বিধির অধীনে জারিকৃত লাইসেন্স বা নিবন্ধনপত্র হস্তান্তর করা হইলে হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত হস্তান্তরিত নিবন্ধনপত্র বা লাইসেন্স দ্বারা মৎস্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ বা স্থানীয়ভাবে বাজারজাত বা রপ্তানি করিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্স বা নিবন্ধনপত্র গ্রহীতার মৃত্যু হইলে বা খামার বা কারখানা বা স্থাপনা হস্তান্তর করা হইলে ঐ নামের লাইসেন্স বা নিবন্ধনপত্র বাতিল হইবে, তবে খামার বা কারখানা বা স্থাপনায় কার্যক্রম চলমান থাকিলে পরবর্তী অনধিক তিন মাস উহার অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে।
(৩) মৃত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারী বা কারখানার বা স্থাপনার বা খামার হস্তান্তরজনিত নূতন মালিককে আইন ও এই বিধি এর বিধান সাপেক্ষে, নূতন লাইসেন্স বা নিবন্ধনপত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৪। স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান । (১) রপ্তানির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসনদ আমদানিকারি দেশের চাহিত শর্তে ও পদ্ধতিতে পরীক্ষাকরণ এবং ফরমে ও তথ্যসহ প্রস্তুত করিতে হইবে।
(২) আমদানীকারী আমদানির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর ফরম-১২ তে আবেদন দাখিল করিবেন এবং এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ফরম-১৩ মোতাবেক মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের স্বাস্থ্য সনদ গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত রূপ স্বাস্থ্য সনদ রপ্তানিকারি দেশের স্বাস্থ্যসনদ ইস্যুকারি কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে আপলোড থাকিবে যাহা অনলাইনে যাঁচাইযোগ্য হইতে হইবে।
(৩) কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন ও সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষণের প্রাপ্ত মান এবং আমদানিকারীদেশের মাত্রা বা মানের সাপেক্ষে সন্তোষজনক (compliant) হইলে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করিবেন এবং আমদানিকারক দেশের নির্দিষ্টকৃত মাত্রা বা মানের সাপেক্ষে সন্তোষজনক না হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাস্থ্য সনদ ইস্যুর আবেদন না মঞ্জুর করিবেন এবং পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির তিন কার্যদিবসের মধ্যে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদনকারী-কে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।
(৪) উপবিধি (৩) মোতাবেক পরীক্ষিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনার মান রপ্তানির জন্য উপযুক্ত না হইলে উক্ত রূপ মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের যেখানে যে অবস্থায় আছে উহা ওই অবস্থায় বিধি মোতাবেক নিষ্পন্ন করিবেন বা উহা পুন: প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সঠিকমানে আনয়নের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকিলে উহা পুন: প্রক্রিয়াজাতকরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং রপ্তানিকারী উক্তরূপ পুন: প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিপণন করিতে পারিবেন না।
(৫) উপ-বিধি (৩) অনুসারে ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ হইবে ইস্যুর তারিখ হইতে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিন। তবে, কোন কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে রপ্তানি করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারককে স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ফি পরিশোধপূর্বক নির্ধারিত ফরমে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন ও আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্ট হইলে বা পুনঃ পরীক্ষা করিয়া মান যথাযথ হইলে মূল স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ বৃদ্ধি করতঃ নতুন স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করিতে পারিবেন উহার মেয়াদ ৩০ দিনের অধিক বৃদ্ধি করা যাইবেনা।
(৬) উপ-বিধি (৩) অনুসারে ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য সনদ নষ্ট বা হারাইয়া গেলে বা উহাতে উল্লিখিত ঠিকানা সংশোধন করিতে হইলে, রপ্তানিকারী ফি পরিশোধপূর্বক আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্মকর্তার বরাবরে সংশোধিত স্বাস্থ্য সনদ ইস্যুর জন্য আবেদন করিবেন এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যুক্তিযুক্ত মনে করিলে সংশোধিত স্বাস্থ্য সনদ 'সংশোধিত' সিল প্রদান করিয়া ইস্যু করিতে পারিবেন এবং ইস্যুর তারিখ হইতে মূল স্বাস্থ সনদ বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে।
(৭) আমদানিকারীদেশের বা আমদানিকারকের চাহিদা অনুসারে রপ্তানিকারী উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদের কোনো গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করার জন্য আবেদন করিলে উক্তরূপ আবেদসের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক ফি পরিশোধ নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে সংশোধিত স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করিবে।
(৮) ভুল লেবেলিং এর জন্য কোনো কনসাইনমেন্ট বাতিল হইলে উক্ত কনসাইনমেন্টের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সঠিক লেবেল যুক্ত মোড়ক দ্বারা পুনঃপ্যাকেটজাত করিয়া তাহা নতুন কনসাইনমেন্ট হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা

যাইবে; তবে, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে রপ্তানিকারককে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্মকর্তার বরাবর পুনঃপরিদর্শনের আবেদন করিতে হইবে।

(৯) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে, রপ্তানিকারী কর্তৃক উৎপাদিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য প্রতিটি উপাদানের ট্রেসিবিলিটি ডকুমেন্ট ও খাদ্য উৎপাদন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট কমপক্ষে স্বাস্থ্য সনদ ইস্যুর তারিখ হইতে কমপক্ষে চব্বিশ মাস সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১০) স্বাস্থ্য সনদ, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, আমদানিকারীদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতি পত্র, চুক্তিপত্র, আমদানিকারীদেশের চাহিদা, সরকার নির্ধারিত ফি ও কর পরিশোধের চালান ইত্যাদির কোন একটি জাল বা টেম্পারিং এর মাধ্যমে মৎস্যখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উপকরণ রপ্তানি করা হইলে তাহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১১) পণ্যের ওজন, প্যাকিং, লেবেলিং ইত্যাদি যাঁচাই সাপেক্ষে পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ ব্যতিরেকে ১০ কেজি পর্যন্ত বাণিজ্যিক নমুনার (trade sample) স্বাস্থ্য সনদ প্রদান করা যাইবে।

(১৩) আমদানিকারী আমদানিকৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্য ণ বন্দরে পৌছানোর পূর্বে ১৫ দিন পূর্বে আমদানিকারী লিখিতভাবে আগমনীবার্তা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত পণ্যের বিবরণীসহ উহার স্বাস্থ্যসনদ দাখিল করিবেন।

(১৪) উপবিধি (১৩) মোতাবেক প্রাপ্ত আগমনীবার্তা সংশ্লিষ্ট বন্দরে মৎস্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার বরাবরে প্রেরণ করিয়া নমুনা সংগ্রহের জন্য আদেশ প্রদান করিতে বা ছাড়করণে পয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(১৫) সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক নমুনা সংগ্রহ করিয়া আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(১৬) মৎস্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা পরীক্ষা উত্তর আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্তির পর আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য ছাড় করিতে কাষ্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন তবে, মান সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যে আদেশ প্রদান করিবেন সে অনুসারে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যসহ কনটেইনারসহ যানবহন নিস্পত্তি করিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩৫। বাজেয়াপ্তযোগ্য মৎস্য, মৎস্যপণ্য ও সাজসরঞ্জাম, ইত্যাদি।— (১) সংঘটিত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট পচনশীল দ্রব্য মৎস্য ও মৎস্যপন্য আটক করিয়া উহার বর্ণনা ও পরিমান উল্লেখপূর্বক একটি আটক তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উপস্থিত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর গ্রহন করিবেন ও উক্তরূপ আটক মৎস্য ও মৎস্যপণ্য খাদ্য হিসাবে উপযুক্ত হইলে নিলামের মাধ্যমে উহা বিক্রয় করিবেন এবং অন্যথায় বিধি মোতাবেক ধ্বংস করিবেন।

(২) সংঘটিত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কারখানা বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং স্থাপনার যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক ইত্যাদি আটক তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজের দায়িত্বে সংরক্ষণ করিবেন বা অন্য কোন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে জিম্মায় প্রদান করিবেন।

(৩) আটক তালিকা মামলার নালিশায় উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং মামলার রায়ে বা আদেশে আদালত যেভাবে নিস্পন্নে আদেশ প্রদান করিবেন সেভাবে নিস্পন্ন করিবেন।

৩৬। পঁচা মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নিষ্পত্তি।— (১) স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিদর্শনকালে স্থানীয় বাজার বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বা পরিবহন বা প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় আগত মৎস্য গ্রহণকালে বা প্রক্রিয়াজাতকরণকালীন বা প্রক্রিয়াজাতকৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের ভৌত অবস্থা যথা আঁশটে-কটু গন্ধ, কলার মাংসপেশী ও পানি ছাড়িয়ে যাওয়া অবস্থা বা যে অবস্থায় যথা তাপমাত্রা ও আর্দ্রতায় এবং পরিচ্ছন্নতার অনুসরণে ব্যত্যায় করায় উহার লটের বা বনটেইনারের বা প্যাকেটের বা স্ট্যাকের সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে দ্রুত পঁচনশীল পর্যায়ে রহিয়াছে বা পঁচিয়া গিয়াছে উহা সম্পূর্ণ লট আটক করিবেন এবং আটকের কারণ উপস্থিত মালিক বা তাহার প্রতিনিধিকে অবহিত করিবেন।

(২) উপবিধি (১) এ বর্ণিত দ্রুত পঁচনশীল পর্যায়ে রহিয়াছে বা পঁচিয়া গিয়াছে এইরূপ আটককৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্য উহা ব্যবহার, হস্তান্তর, বা অন্য কোনো প্রকারে বিলি বন্দোবস্ত না করিয়া নিরাপদ স্থানে এক বা একাধিক মাটির গর্তে পুতিয়া ধ্বংস করিবেন।

(৩) উপবিধি (১) ও (২) অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থাদি কারণসহ নিয়ন্ত্রণকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৪) আমদানির মাধ্যমে বন্দরে আগত মৎস্য বা মৎস্যপণ্য উপবিধি (১) তে বর্ণিত অবস্থায় পরিবহনে বা কনটেইনারে বা প্যাকেটে প্রাপ্ত হইলে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ থাকিলেও ঐ কনসাইনমেন্টের বিবরণীসহ দ্রুত কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অবহিত করিবেন এবং বন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে উহা পরিবহন হইতে খালাস বা আমদানিকারী বা তাহার প্রতিনিধির অনুকুলে ছাড় না করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত সকল মৎস্য ও মৎস্যপণ্যসহ পরিবহন রপ্তানিকারী দেশে ফেরত পাঠাইবার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন।

৩৭। জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন । -(১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা মৎস্য ও মৎস্যপণ্য অভ্যন্তরীন বাজারে বিপণন, আমদানি ও রপ্তানির জন্য প্রতি বৎসর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন হইতে কারখানা পর্যন্ত প্রতিটি কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও ক্ষেত্রমতে পরীক্ষণের মাধ্যমে মান নিশ্চিত করিবার জন্য নিচে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় খসড়া প্রস্তুত করিবেন এবং সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন।

(অ) নমুনা সংগ্রহের সূচী ও কৌশল

(আ) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষনের পদ্ধতি।

(ই) বিপত্তি বিবেচনায় অনুসন্ধানাধীন নমুসার উৎস নির্ধারণ।

(ঈ) শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় শোষিত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, ভেটেরিনারি ড্রাগ, পরিবেশ হইতে অনুপ্রবেশকৃত দূষনীয় পদার্থ, কীটনাশক, সক্রিয় রেডিও কণা উপস্থিতি।

(উ) জনস্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া সরকার নির্দেশিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) উপবিধি (১) মোতাবেক প্রাপ্ত জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান খসড়া সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আপত্তি না থাকিলে তাহা অনুমোদনপূর্বক বা মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সিটিটিউট, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন এবং আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর ও স্টেক হোল্ডারদের সভার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করিয়া উহা ছূড়ান্ত করিবে এবং কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(৩) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদিত জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান প্রয়োজনে মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড রাখিবেন এবং উহা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন।

(৪) রপ্তানির স্বার্থে আমদানিকারী দেশের চাহিদা মোতাবেক অনুমোদিত বলবৎ জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন সংশোধন আনয়ন করিতে পারিবেন এবং প্রজ্ঞাপন জারির করিয়া কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহা বাস্তবায়ন করিবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারী দেশের জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান যাঁচাই করিয়া উহা উপযুক্ত প্রতীয়মান না হইলে দেশের বলবৎ জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লানের শর্ত প্রতিপালন ব্যতীত আমদানির জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদান করিবেন না।
(৬) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্লান বাস্তবায়নে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের আযোজন করিবেন।

৩৮। প্রশাসনিক আপিল - (১) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা ক্ষেত্রমতে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত আবেদন হার্ডকপি বা ই-মেইলে দাখিল করিতে পারিবেন এবং কারণ উল্লেখসহ আবেদনের সাথে যে আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ সে আদেশের আদেশের কপি সংযুক্তি হিসাবে প্রদান করিবেন।
(২) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা ক্ষেত্রমতে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর যাহার আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান সংক্রান্ত নথি তলব করিতে এবং আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণের জন্য নোটিশ দ্বারা অবহিত করিয়া উপস্থিত হইতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।
(৩) শুনানী গ্রহণ করা হউক বা না হউক কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা ক্ষেত্রমতে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে আপিল আবেদনকারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

৩৯। মৎস্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার এখিতিয়ার।- (১) মৎস্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বন্দরে আগত আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বা বন্দরে অপেক্ষমান রপ্তানিতব্য বা রপ্তানিকৃত কিন্তু আমদানিকারক দেশ হইতে ফেরত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষার জন্য মান পরীক্ষাগারে প্রেরণ ও ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া আমদানিকারীর বা তার প্রতিনিধির অনুকুলে ছাড়করণের জন্য বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে ও আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।
(২) আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্মকর্তা লিখিতভাবে তাহার অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তাকে বা স্থানীয় উপযুক্ত কর্মকর্তাকে মৎস্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তাকে উপবিধি (১) এর দায়িত্ব পালনে সহযোগিতার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪০। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ।— আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তাকে বা নিজ নিজ নিয়ন্ত্রকারী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহি অফিসারকে অবহিত রাখিয়া স্ব স্ব এক্তিয়ারাধীন এলাকায় যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথা- বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সহায়তা প্রয়োজন হইবে উক্ত এলাকায় উহার সর্বোচ্চ কমান্ড অফিসারের সাথে লিখিত ভাবে অবহিত করিয়া বা প্রয়োজনে লিখিত ছাড়ায় ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা চাহিবেন।

৪১। ফি নির্ধারণ ও আরোপ ও আদায় ইত্যাদি।— (১) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মান পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ বা অনাপত্তি পত্র প্রদান বাবদ ফি নির্ধারণ, আরোপ ও আদায় করতে পারিবে। ব্যাখ্যা: নির্ধারণ অর্থে পুণঃ নির্ধারণকেও বুঝাইবে।
(২) এই বিধি প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে মহাপরিচালক উপবিধি (১) এ উল্লিখিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মান পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ বা অনাপত্তি পত্র প্রদান বাবদ ফি এর প্রস্তাবনা সরকার বরাবরে প্রেরণ করিবেন এবং সরকার উক্ত প্রস্তাবিত ফি বিবেচনা করিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
(৩) উপবিধি (১) ও (২) এর অধীনে ফি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ নির্ধারিত ফি আরোপ ও আদায় অব্যাহত থাকিবে।

(৪) আদায়কৃত ফি সরকার নির্ধারিত খাতে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিয়া কপি সংরক্ষণ করিবেন।
ব্যাখ্যা: নির্ধারণ অর্থে পুনঃ নির্ধারণকেও বুঝাইবে।

৪২। **মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে ব্যবহারের জন্য স্থাপিত বরফকলের লাইসেন্স ও পরিচালনার, রক্ষণাবেক্ষণের শর্তাবলি নির্ধারণ ইত্যাদি** ।– (১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্যে ব্যবহারের জন্য স্থাপিত বরফকলের লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন দাখিল, লাইসেন্স প্রস্তুত ও জারি লাইসেন্স হস্তান্তর, লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন বিধি ৭ ও ৮ এর বিধান যে পরিমানে প্রয়োগযোগ্য সে পরিমানে প্রযোজ্য হইবে, তবে শর্ত এই যে, আবেদনের লাইসেন্স ফরম-১৪ দ্বারা দাখিল ও লাইসেন্স ফরম-১৫ দ্বারা প্রস্তুত করা যাইবে।
(২) বরফ কলের স্থাপন এবং পরিচালনার শর্তাবলী নিম্নরূপ হইবে-
(ক) বরফ কলের মেঝে মসৃণ, পানি নিরোধক এবং এইরুপ ঢালু হইতে হইবে, যাহাতে তরল পদার্থ সহজে ড্রেইনে পড়িতে পারে।
(খ) বরফ কলের দেওয়াল মসৃণ এবং পানি নিরোধক হইতে হইবে যাহাতে সহজে ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করা যায়।
(গ) বরফ কলের ছাদের উচ্চতা এইরুপ হইতে হইবে, যাহাতে ছাদের নীচে সহজে চলাফেরা ও কাজ করা যায়।
(ঘ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, সংযোগ, সুইচ বোর্ড, মিটার ইত্যাদি পানি নিরোধক এবং বাল্বসমূহ কভারযুক্ত হইতে হইবে।
(ঙ) বরফ কলের দরজা জানালা মসৃণ, অশোষক (non-absorbent) এবং কীট-পতঙ্গ রোধক জাল দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে হইবে।
(চ) ড্রেইনেজ ব্যবস্থা ঢাকনাযুক্ত এবং ড্রেইনেজ ব্যবস্থার শেষ প্রান্ত পোকা-মাকড়, ইঁদুর, ছুচোঁ, সাপ ইত্যাদি রোধক তারজালি দ্বারা আবৃত হইতে হইবে।
(ছ) বরফ কলের আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এমন দ্রব্য দ্বারা তৈরি হইতে হইবে।
(জ)বরফ তৈরির ক্যান ও উহার ঢাকনা মরিচা রোধক এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এমন দ্রব্য (যেমন: স্টেইনলেস স্টিল) দ্বারা তৈরি হইতে হইবে।
(ঝ) বরফ তৈরি এবং ক্যান হইতে ব্লক অপসারণের কাজে পানীয় জল ব্যবহার করিতে হইবে।
(ঞ) বরফ মজুদ কক্ষের তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াসের নিম্নে রাখার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।
(ট) ফ্লেক, টিউব এবং গুড়া বরফ তৈরিতে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি এবং বরফ রাখিবার পাত্র মরিচা পড়ে না ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এমন দ্রব্য (যেমন: স্টেইনলেস স্টিল) দ্বারা তৈরি হইতে হইবে।
(ঠ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং মরিচা পড়ে না এমন ট্রলিতে বা বেল্টে বরফ পরিবহণ করিতে হইবে।
(ড) বরফ কলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শৌচাগার এবং হাত-পা ধৌত ও জীবাণুমুক্ত করিবার পৃথক সুবন্দোবস্ত থাকিতে হইবে।
(ঢ) বছরে কমপক্ষে ০১ (এক) বার বরফ তৈরিতে ব্যবহৃত পানির কেমিক্যাল (এন্ডভায়রনমেন্টাল কন্টামিনেন্টেস ও ডাইস) এবং অনুজীব (ফিক্যাল কলিফর্ম) পরীক্ষা সম্পাদন করাইতে হইবে।
(ণ) বরফ কলের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা থাকিতে হইবে।
(ত) বরফ কলের সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং জীবাণুনাশক ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে।
(থ) কোন অসুস্থ বা সংক্রামক রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োজিত করা যাইবে না।
(দ) কোন ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগের পূর্বে তাহাকে কোন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা করাইয়া নিশ্চিত হইতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি সুস্থ, কোন প্রকার ক্ষতিকর রোগ-জীবাণুর বাহক নহে এবং সংক্রামক রোগমুক্ত। ইহার প্রমাণ স্বরুপ রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মীকে প্রতি বৎসর অনুরুপভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং স্বাস্থ্য বহিতে ইহার রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(ধ) গুণগত মান নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাধারী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল থাকিতে হইবে।
(ন) বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়ের সকল তথ্য কম পক্ষে এক বছর সংরক্ষণ করিতে হইবে।
(প) দৃশ্যমান স্থানে প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড থাকিতে হইবে।
(৩) উপবিধি (২) তে যাহাই উল্লেখ থাকুক সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রধান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরিপত্র জারির মাধ্যমে উহার যে কোন শর্ত সংশোধন, অবলোপন বা নতুন শর্ত আরোপ করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সে উল্লেখ করিতে পারিবেন।

৪৩। মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উপকরণ প্রত্যাহার–(১) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যৌক্তিককারণে স্ব-প্রণোদিতভাবে বা তৎ অধীন কোন দপ্তরের পরীক্ষণ প্রতিবেদনসহ বা ব্যতীত অনুরোধপত্র প্রাপ্ত হইলে উক্ত মৎস্য বা মৎস্য পণ্য নিম্নবর্ণিত কারণেেউহা অভ্যন্তরীণ বাজারে বাজারজাতকৃত বা বাজারজাত করিবার জন্য গুদামজাতকৃত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত য়ে অবস্থায় বিদ্যমান সে অবস্থা ও অবস্থান হইতে প্রত্যাহারের জন্য আমদানিকারী বা কারখানা বা স্থাপনার মালিক বা পরিচালক বা গুদামজাতকারী বা বিক্রেতাকে লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন এবং অনুরুপ আদেশের কপি স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা বা এই উদ্দেশ্যে যে কোন ক্ষমতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার তদারকিসহ প্রতিবেদন প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। -
ক) লাইসেন্সবিহীন বা অবৈধ লাইসেন্সধারীর কারখানায় উৎপাদিত বা উৎপাদনের যে কোন পর্যায়ে স্থিত বা মজুতকৃত;
খ) উত্তম ভোগের জন্য লেবেলে উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ বা তাহা উল্লেখ না থাকা;
গ) আইনের বা বিধি বা সরকারের কোন নির্দেশমালা প্রতিপালন না করা;
ঘ) পরীক্ষার প্রতিবেদনে কোন বৈধ উপকরণের মাত্রা নির্দেশিকা অনুসারে আদর্শ মাত্রার নিম্নে;
ঙ) নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড, কীটনাশক, রেডিয়েশন এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপস্থিতি বা নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত;
চ) ভেজাল বা পঁচা ;
ছ) অন্য যে কোন কারণে খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত।
(২) প্রত্যাহারের আদেশ প্রদানের পূর্বে কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত মৎস্য বা মৎস্যপণ্য এর লট বা ব্যাচের সমূদয় সমুদয় অংশ কোথায় এবং কোন অবস্থায় আছে তাহা যাঁচাই করিতে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারী বা কারখানা বা স্থাপনার মালিক বা পরিচালক বা গুদামজাতকারী বা বিক্রেতার নিকট লিখিত তথ্য চাহিতে পারিবেন এবং অনুরূপ তথ্য চাওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহা সরবরাহ করিবেন।
(৩) কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা স্থানীয় উপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে মালিক বা পরিচালক বা গুদামজাতকারী বা বিক্রেতা কর্তৃক প্রত্যাহৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্য আইন বা এই বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে বা নির্দেশিকায় বর্ণিত পন্থায় বিনষ্ট করিবেন।
(৪) উপবিধি (১) এর আওতায় প্রত্যাহারকৃত এবং ধ্বংসকৃত কোনো প্রস্তুতকৃত মৎস্য বা মৎস্যপণ্য এর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না।

৪৪। নির্দেশিকা প্রস্তুত, সংশোধন ও জারির ক্ষমতা ইত্যাদি। - (১) এই বিধি গেজেট আকারের প্রকাশের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিচে বর্ণিত বিষয়ে নির্দেশিকা প্রস্তুত করিয়া ছাপা আকারে প্রকাশ করিবেন ও অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে আপলোডের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ক) এক বা একাধিক মৎস্য প্রজাতির চাষের জন্য উত্তম মৎস্য অনুশীলন, মৎস্য আহরণ পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কারখানা বা স্থাপনা পর্যন্ত মৎস্য পরিবহন পদ্ধতি।
(খ) কারখানা ও স্থাপনা স্থাপনে নিরাপদ মৎস্যপণ্য উৎপাদনের সহায়ক লেআউট, শর্ত নির্ধারণ, বাহিরের ও অভ্যন্তরের পরিবেশ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
(গ) স্থলভাগে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার স্থাপনের ও পরিচালনার শর্তাবলী।
(ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানে কারখানার স্থাপন ও পরিচালনার শর্তাবলী।
(ঙ) কিউরড মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি এবং পরিচালনা শর্তাবলী।
(চ) মৎস্য পরিবহণ কাজে ব্যবহৃত যানের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী।
(ছ) মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, সার্ভিস সেন্টার, সরবরাহকারী এবং আড়তের বা ডিপোর স্থাপন ও পরিচালনার শর্তাবলী।
(জ) বরফ কলের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি এবং পরিচালনার শর্তাবলী।
(ঝ) হ্যাসাপ ভিত্তিক মান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (quality assurance programme) বাস্তবায়নের শর্তাবলী ।
(ঞ) পানির গুণগত মানের মাত্রা ও শর্তাবলী (ক) ক) অনুজীবগত বৈশিষ্ট্যসমূহ (microbiological parameters) (খ) রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (chemical parameters)
(গ) নির্দেশক বৈশিষ্ট্যসমূহ (Indicator parameters)
(ট)হিমাগার (frozen store) স্থাপনের এবং পরিচালনার শর্তাবলী।
(ঠ)প্যাকিং সেন্টারের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি এবং পরিচালনার শর্তাবলী।
(ড) মৎস্য বা মৎস্যপণ্যের উৎস নির্ধারণের জন্য কার্যাবলী ও শর্তাবলী।
(ণ) পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি এবং পরীক্ষণ ও লিমিট এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী।
(ত) বিভিন্ন ধরণের ফুড এডিটিভস, প্রিজারভেটিভস ও এন্টি-অক্সিডেন্টের নাম।
(থ) চিল্ডস্টোর বা কোল্ডস্টোরের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও পরিচালনার শর্তাবলী।
(দ) নিষিদ্ধ ঘোষিত এবং অনুমোদিত বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা ও তার রেসিডিউ মাত্রা।
(২) উপবিধি (১) এ প্রকাশিত নির্দেশিকা প্রয়োজনে উহা অবলোপন বা যে কোন অংশ বিয়োজন বা সন্নিবেশ করিয়া সংশোধন করিতে পারিবেন।
(৩) নির্দেশিকা বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রস্তুত এবং ছাপা আকারে প্রকাশ করিতে হইবে।

৪৫। প্রশিক্ষণ।- কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আঞ্চলিক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আইন ও এই বিধি বা প্রনীত নির্দেশিকার উপর সরকারের বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে বা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন বা কারখানা বা স্থাপনার মালিকের আর্থিক সহায়তায় খামার মালিক এবং কারখানা বা স্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করিতে পারিবেন।

৪৬। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ। (১) এই বিধি কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধির মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।
(২) এই বিধি ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৪৭। রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।- (১) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৯৭, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালা এর অধীন-

(ক) কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) চলমান কোনো কার্যক্রম, যতদূর সম্ভব, এই বিধির অধীন নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

(গ) সরকারের বিরুদ্ধে বা তদ্দকর্তৃক দায়েকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই; এবং

(ঘ) প্রণীত ও জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন এবং সুপারিশ উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই বিধির কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উহা এই বিধির অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারিকৃত, এবং প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বিধির অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ফরম-১

(বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য)

লাইসেন্স জারি/ নবায়নের জন্য আবেদন ফরম।

বরাবর,

উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ
মৎস্য অধিদপ্তর
ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ।

ক। সাধারন (সবার জন্য প্রযোজ্য)।

(১) আবেদনকারীর নাম ও কারখানা/স্থাপনায় পদবী :

(২) কারখানা/স্থাপনার নাম (সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান হইলে উহার নাম):

(৩) কারখানা/স্থাপনার অবস্থানগত ঠিকানা (সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান হইলে উহার রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নম্বর ও ইস্যুর তারিখ) :

(৪) কারখানা/স্থাপনার ধরণ (সরকারী/ ব্যক্তি মালিকানা/অংশীদার/কোম্পানি):

(৫) কারখানা/স্থাপনার মালিক/প্রধানের তথ্যাদি/

(অ) নাম ও পদবী :

(আ) পিতার নাম:

(ই) মাতার নাম:

(ঈ) বর্তমান ঠিকানা (ইমেইল ও মোবাইল নম্বরসহ):

(উ) স্থায়ী ঠিকানা:

(ঊ)এনআইডি নম্বর (ব্যক্তিমালিকানা হলে)

(৬) জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হলে সনদ নং/মেয়াদ

(৭) মুসক নিবন্ধন নম্বর:

(৮) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি:

(৯) টিআইএন :

(১০) কারখানার অবকাঠামোগত সুবিধাদি :

(ক) মোট আয়তন (শতাংশ) : (খ) কারখানা (বর্গফুট):

(গ) পরীক্ষাগার (বর্গফুট): (ঘ) অফিসভবন (বর্গফুট):

(ঘ) প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (বর্গফুট):

(ঙ) পয়নিঃস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:

(চ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা:

(ছ) সংরক্ষণাগার (মৎস্য,মৎস্যপণ্য ও অন্যান্য):

(জ) উৎপাদন ক্ষমতা:

(ঝ) জমির মালিকানা (ভাড়া বা লিজ হলে চুক্তিনামা সংযুক্ত করিতে হইবে):

খ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অংশের তথ্য দিন):

(১) মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা (স্থলে/সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানে অবস্থিত)।

(অ) প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রকৃতি:

(আ) পানির উৎস

(ই) মৎস্যের উৎস:

(ঈ) জনবলের সংখ্যা : (ক) সাধারণ

(খ) কারিগরি

(উ) বরফের উৎস ও ধরণ (অন্য স্থাপনা হইলে উহার লাইসেন্স নম্বর ও মেয়াদ):

(২) কিউরড মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা।

(অ) প্রক্রিয়াজাত কিউরড মৎস্যের ধরন :

(আ) চিল্ড/কোল্ড স্টোরের উৎপাদন ক্ষমতা :

(ই) পানির উৎস :

(ঈ) মৎস্যের উৎস :

(উ) জনবলের সংখ্যা : (ক) সাধারণ

(খ) কারিগরি

(৩) প্যাকিং সেন্টার/মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র/সার্ভিস সেন্টার (যদি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা হইতে পৃথক হয়)

(অ) কাজের প্রকৃতি:

(আ) সংরক্ষণ পদ্ধিত :

(ই) যদি ভাড়া হয় তবে চুক্তিনামা সংযুক্ত করিতে হইবে :

(ঈ) পানির উৎস :

(উ) বরফের উৎস ও ধরন (অন্য স্থাপনা হইলে উহার লাইসেন্স নম্বর ও মেয়াদ):

(উ) জনবলের সংখ্যা : (ক) সাধারণ

(খ) কারিগরি

৪) মৎস্য আড়ৎ/সরবারহকারী।

(অ) মৎস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষনের ধরন :

(আ) সংগ্রহ/সংরক্ষণ/পরিবহনের ক্ষমতা :

(ই) পরিবহণকারী যানের বর্ণনা :

(ঈ) যে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় মৎস্য

সরবরাহ করা হয় তাহার নাম এবং লাইসেন্স নম্বর :

(উ) কাঁচামালের উৎস :

(ঊ) পানি :

(ঋ) বরফের উৎস (অন্য স্থাপনা হইলে উহার লাইসেন্স নম্বর ও মেয়াদ):

(৫) হিমাগার/কোল্ড স্টোর।

(অ) শিতলীকরণের প্রক্রিয়া (অ্যামোনিয়া/ ফ্রিয়ন ইত্যাদি) :

(আ) ধারণ ক্ষমতা :

(ই) পানির উৎস :

(ঈ) জনবলের সংখ্যা : (ক) সাধারণ

(খ) কারিগরি

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) *আইন-২০২০* এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা ও নির্দেশিকার বিধান ও প্রয়োগযোগ্য বলবৎ অন্যান্য আইন ও বিধি এবং সরকারের আইনগত যে কোন আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী:

সংযুক্তি:

১। এই বিধির বিধি ১২তে বর্ণিত সকল কাগজাদির কপি।
২। সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান হইলে উহার বৈধ রেজিস্ট্রেশন সনদ ও লাইসেন্সের কপি।
৩। আবেদনকারীর তিন কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি।
৪। মান যাঁচাই ও নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতার পক্ষে সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৫। তরল ও কঠিন বর্জ্য নিঃসরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৬। নবায়নের ক্ষেত্রে মূল লাইসেন্স সংযুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-২

(বিধি ৭(৩) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর,
ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

লাইসেন্স নং-.....	তারিখঃ.....

লাইসেন্স

(---------- জন্য প্রযোজ্য)

১। লাইসেন্সধারীর নাম :

ক) পদবী :

খ) বর্তমান ঠিকানা (ইমেইল ও মোবাইল নম্বরসহ) :

গ) এনআইডি নম্বর:

২। যে কারখানা/স্থাপনার জন্য প্রযোজ্য (নাম) :

৩। কারখানা/স্থাপনার অবস্থান :

৪। কারখানা/স্থাপনার (সরকারি/ব্যক্তিমালিমানা/অংশীদারি/ কোম্পানী) :

৫। লাইসেন্সধীর মুসক নিবন্ধন নম্বরঃ

৬। লাইসেন্সধীর টিআইএন:

৭। প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রকৃতি/কাজের প্রকৃতি :

৮। পণ্যের প্রকার :

৯। উৎপাদন ক্ষমতা (বার্ষিক) :

১৩। প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট সংখ্যা :

১৪। সামুদ্রিক মৎস্য নৌযানের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নম্বর:

১৫। লাইসেন্স এর মেয়াদ (নবায়নযোগ্য) : ..... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৬। নবায়ন:

নবায়নের মেয়াদ	নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পদবী ও স্বাক্ষর

হইতে	পর্যন্ত		

অফিসের গোলসীল

উপপরিচালক/

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

স্বাক্ষর ও সীল

শর্ত :

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৮ ও উহা অধীনে প্রণীত বিধিমালা বিধান, নির্দেশিকার নির্দেশাবলী এবং প্রয়োগযোগ্য বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিমালা এবং সরকারের আইনগত আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।সামুদ্রিক নৌযানের ক্ষেত্রে উহার রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স বাতিল বা অবৈধ হইলে এই লাইসেন্স বাতিল এবং অবৈধ হইবে)।ইহা হস্তান্তরযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য নহে।

ফরম-৩

(বিধি ১১(১) দ্রষ্টব্য)

বরাবর,

উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ
মৎস্য অধিদপ্তর
ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা

চুক্তিভুক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদনকারীর লাইসেন্স এর জন্য আবেদন।

ক। সাধারন (সবার জন্য প্রযোজ্য)।

(১) আবেদনকারীর নাম ও পদবী :

(২) অফিসের ঠিকানা (ইমেইল ও মোবাইল নম্বরসহ) :

(৩) মালিকানার প্রকৃতি (সরকারী/ ব্যক্তি মালিকানা/অংশীদার/কোম্পানি):

(৪) যে কারখানা/স্থাপনা চুক্তির আওতায় ব্যবহার করিতে চায় উহার (অ) নাম ও অবস্থান :

(আ) উহার লাইসেন্স নম্বর ও মেয়াদ :

(৫) কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা (বার্ষিক) : (মেট্রিক টন)

(৬) চুক্তির আলোকে আবেদনকারীর বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা: ----------..... মেট্রিক টন।

(৭) উৎপাদিতব্য মৎস্যপণ্যের প্রকৃতি:

(৮) মৎস্য সরবরাহের উৎস :

(৯) সংরক্ষণাগার (নিজস্ব) ঠিকানা ও ধারণ ক্ষমতা (মৎস্য ও মৎস্যপণ্য):

(১০) নিজস্ব জনবলের সংখ্যা : (ক) সাধারণ

(খ) কারিগরি

(১১) চুক্তির মেয়াদ :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন-২০২০ এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা ও নির্দেশিকার বিধান ও প্রয়োগযোগ্য বলবৎ অন্যান্য আইন ও বিধি এবং সরকারের আইনগত যে কোন আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে এবং কারখান বা স্থাপনার মালিকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী:

সংযুক্তি:

১। এই বিধির বিধি ১২তে বর্ণিত প্রযোজ্য কাগজাদির কপি।
২। চুক্তিনামার কপি
৩। আবেদনকারী তিন কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি।
৪। মান যাঁচাই ও নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতার পক্ষে সংক্ষিপ্ত বিবরণী।
৫। মূল কারখানা/স্থাপনার লাইসেন্স।
৬। সংরক্ষণাগার পৃথক হইলে ও লাইসেন্সের কপি।
৭। আবেদনকারীর এনআইডি, টিআইএন ও মূসক নিবন্ধনের কপি।
৮। খালি অফিসিয়াল প্যাডের পাতা।
৯। নবায়নের ক্ষেত্রে (ক) মূল লাইসেন্স (খ) চুক্তিনামার কপি (গ) মূল কারখানা/স্থাপনার লাইসেন্স (ঘ) সংরক্ষণাগার পৃথক হইলে এবং নবায়নযোগ্য লাইসেন্সের কপি ব্যতিত অন্য কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে না।

ফরম-৪

(বিধি ৭(৩) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর,
ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

লাইসেন্স নং..... তারিখঃ.....

চুক্তিভূক্ত মৎস্যপণ্য উৎপাদনকারীর লাইসেন্স

১। লাইসেন্সধারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা :

২। চুক্তিভুক্ত মূল কারখানা/স্থাপনার নাম ও লাইসেন্সের মেয়াদসহ নম্বর :

৩। চুক্তিভুক্ত মূল কারখানা/স্থাপনার মালিকের নাম ও ঠিকানা:

৪। চুক্তিভূক্ত কারখানা/স্থাপনার অবস্থান (বিবরণ) :

৫। লাইসেন্সধারী কারখানা/স্থাপনার মালিকানার ধরন (সরকারি/ব্যক্তিমালিমানা/ লিমিটেড কোম্পানী, ইত্যাদি) :

৬। এনআইডি নম্বরঃ

৭। মুসক নিবন্ধন নম্বরঃ

৮। টিআইএন :

৯। স্থায়ী ঠিকানা :

১০। চুক্তিভূক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রকৃতি/কাজের প্রকৃতি :

১১। মৎস্যপণ্যের প্রকার :

১২। উৎপাদন ক্ষমতা (বার্ষিক ও মেট্রিক টন) :

১৩। লাইসেন্স এর মেয়াদ : ..... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

শর্তাবলি-

ক) এই লাইসেন্সের মেয়াদ ---------- হইতে ----------। তবে ইহা আইন ও বিধিমতে নবায়নযোগ্য হইবে, চুক্তির মেয়াদ বিবেচনায়।

খ) চুক্তিভূক্ত মূল কারখানা/স্থাপনা ব্যতিত ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

গ) মূল কারখানার মালিকের সাথে মেয়াদভিত্তিক চুক্তি থাকিলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে বা কোন পক্ষ চুক্তি বাতিল করিলে বা মূল কারখানা/স্থাপনার নামে ইস্যুকৃত লাইসেন্স অবৈধ হইলে এই লাইসেন্স বৈধ হইবে না।

ঘ) এই লাইসেন্স মূল কারখানার উপর বা উহার মালিকানার উপর কর্তৃত্ব তৈরী করিবে না।

ঙ) ইহা হস্তান্তরযোগ্য এবং বিক্রয়যোগ্য নহে।

১৪। নবায়নঃ

নবায়নের মেয়াদ		নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পদবী ও স্বাক্ষর
হইতে	পর্যন্ত		

অফিসের গোলসীল

উপপরিচালক/

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

স্বাক্ষর ও সীল

ফরম-৫

(বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস/মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার অফিস

ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম /----------

স্মারক নং..... তারিখঃ.....

মৎস্য ও মৎস্যপণ্যর পরিদর্শন রিপোর্ট

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন,২০২০ এর ধারা ১৪ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২_ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত বর্ণনা ও শর্তানুযায়ী পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান করা হল।

১। প্রবেশ বন্দরের নামঃ

২। বিল অব এন্ট্রি নম্বর ও তারিখঃ

৩। পণ্যচালান পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত পণ্য ও বর্ণনাঃ

(ক) ক্র. নংঃ

(খ) ঘোষিত পণ্য ও এইচ এস কোডঃ

(গ) পরিমাণ (ওজন ও সংখ্যা) ঃ

৫। পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত পণ্যঃ

(ক) পরিমাণ (ওজন ও সংখ্যা)ঃ

(খ) মন্তব্যঃ

৬। পণ্য চালানের উৎস দেশঃ

৭। পণ্য চালানের পুনঃ রপ্তানিকারক দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

৮। লোডিং বন্দরঃ

৯। পরিদর্শনের স্থান, তারিখ ও সময়ঃ

১০। নমুনা সংগ্রহের বিবরণঃ

১১। উপস্থিত কাস্টমস কর্মকর্তার নাম ও পদবীঃ

১২। উপস্থিত সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধির নাম ও মোবাইল নম্বরঃ

১৩। পরিদর্শনকালে সরবরাহকৃত দলিলাদি ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

(ঘ)

(ঙ)

১৪। পরিদর্শনপূর্বক মন্তব্য

(ক) পণ্যচালান ছাড়যোগ্য

(খ) পণ্যচালান শর্তসাপেক্ষে ছাড়যোগ্য (শর্ত উল্লেখসহ)

(গ) পণ্যচালান ছাড়যোগ্য নয় (কারণ উল্লেখসহ)

(ঘ) অন্যান্য

১৫। উল্লেখ করিবার মতো মতো অতিরিক্ত তথ্য (যদি থাকে)

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা/মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তার নাম

স্বাক্ষর

তারিখ ও পদবী

ফরম-৬

[বিধি ১৫(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

মৎস্য খামারের নিবন্ধনের জন্য আবেদন ফরম ।

জনাব,

আমি, নিম্নবর্ণিত মৎস্য খামারের নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০ এর ধারা ১৫ এবং এর আওতায় প্রণীত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালার বিধি ৯ মোতাবেক নিবন্ধন/নিবন্ধন নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি।

(মৎস্য অধিদপ্তরাধীন স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা) এর নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে)

১। আবেদনকৃত খামারের নাম:

২। আবেদনকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা :

৩। খামারের মালিকানা (নিজস্ব/লীজ/ভাড়া):

৪। আবেদনকারীর এনআইডি নম্বর:

৫। আবেদনকারির মুসক নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে):

৬। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি (যদি থাকে):

৭। টিআইএন (যদি থাকে) :

৮। প্রস্তাবিত খামারের অবস্থান: জেলা: থানা: ইউনিয়ন/ পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন:

মৌজার নাম ও নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	পুকুর/ঘের সংখ্যা	জমির পরিমান (হেক্টর)	খামারের চৌহদ্দি (ম্যাপ সংযুক্তিসহ)
১	২	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**

(খ) আয়তন বৃদ্ধিসহ (যদি করা হইয়া থাকে) নবায়নের ক্ষেত্রে এই ঘর পূরণ করুন:

মৌজার নাম ও নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	পুকুর/ঘেরসংখ্যা	জমির পরিমান (হেক্টর)	খামারের চৌহদ্দি (ম্যাপসংযুক্তিসহ)
১	২	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**

৯। প্রস্তাবিত পুকুর/ঘের/খামারের চৌহদ্দি সীমানা:

(ক) উত্তর: (খ) দক্ষিণ:

(গ) পূর্ব: (ঘ) পশ্চিম:

১০। প্রস্তাবিত মৎস্য খামারের জমি ইজারাকৃত হলে জমির প্রকৃত মালিক/মালিকগনের সহিত ইজারাকৃত জমির পরিমাণ:

১১। ইজারা বিহীন জমির পরিমাণ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে):

১২। ইজারার মেয়াদ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে):

১৩। খামারের পানির উৎস: (ক) নদী (খ) খাল (গ) পার্শ্ববর্তী ঘের/খামার (ঘ) ভুগর্ভস্থপানি (ঙ) অন্যান্য।

১৪। আয়তন বৃদ্ধি করা হইলে মুল আয়তন .....হেক্টর । বৃদ্ধি..... হেক্টর। সর্বমোট আয়তন..... হেক্টর

১৫। খামারের মধ্যে খাস জমি/অর্পিত সম্পত্তি আছে কিনা?

১৬। (ক) জমি সংক্রান্ত মামলা/বিরোধ আছে কিনা?

(খ) থাকলে মামলার বর্তমান অবস্থা:

১৭। খামারটি সরকারী রাস্তা/অবকাঠামো সংলগ্ন কিনা ? হ্যাঁ হলে- গ্রাম্য সড়ক/ইউনিয়ন সড়ক/উপজেলা সড়ক/মহা সড়ক/অবকাঠামো

১৮। পানি বহিঃনির্গমনের ড্রেন আছে কিনা?না থাকলে কারণ:

১৯। চাষপদ্ধতি: (ক) প্রচলিত (খ) আধা-নিবিড় (গ) নিবিড়

২০। চাষযোগ্য মৎস্য প্রজাতির বিবরণ

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্য সঠিক এবং আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০২০ ও উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিমালা এ বর্ণিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নাম:

মোবাইল নং:

সংযুক্তি:

১। জাতীয় পরিচয়পত্র ফটোকপি।

২।জমির মালিকানা সর্ম্পকিত খতিয়ানের ফটোকপি।

৩।ইজারকৃত জমির ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের ফটোকপি।

৪। সরকারী জমির ক্ষেত্রে লিজ বাবদ পাওনা পরিশোধের কপি।

৫।সরকার হইতে ইজারাকৃত হলে ইজারা পরিশোধের রশিদ ফটোকপি।

৬।খামারের হাল মৌজা ম্যাপ (খামার চিহ্নিত করণ সহ) ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

৭। ৩ কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি।

৮।বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা।

৯। নবায়নের ক্ষেত্রে (ক) মূল নিবন্ধনপত্র (খ) বহাল চুক্তিনামার কপি ও (গ) সরকারী জমির ক্ষেত্রে লিজ বাবদ পাওনা পরিশোধের কপি। ব্যতিত কোন কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে না।

ফরম-৭

[বিধি ৯(২) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য অধিদপ্তর

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসারের এর অফিস

ক্রমিক নং- তারিখ:

মৎস্য খামারের নিবন্ধনপত্র

সূত্র:

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রসূমহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন,২০২০ এবং উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত বর্ণনা ও শর্তানুযায়ী মৎস্য খামারের নিবন্ধনের সনদ প্রদান করা হলো।

১. নিবন্ধন নং : তারিখ:

নিবন্ধন নম্বর						
আঞ্চলিক কোড	দেশ	জেলা	থানা	ইউনিয়ন	মৌজা/জে,এল	জলাশয়ের সংখ্যা সহ মোট আয়তন

২. খামারের নাম:

৩. খামারের ঠিকানা:

৪. নিবন্ধনগ্রহীতার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা:

৫. নিবন্ধনগ্রহীতা এনআইডি নম্বর:

৬। নিবন্ধনগ্রহীতার মালিকানার প্রকৃতি: নিজস্ব/লিজকৃত/চুক্তিমূলে/নিজস্ব ও লিজকৃত):

৯. খামারের তথ্যাবলী:

পুকুরের নং	পুকুরের আয়তন(হেঃ)	যে প্রজাতির মাছ চাষ হয়	খামারের চাষ পদ্ধতি
১			
২			
৩			
৪			
৫			

১০. নিবন্ধন সনদের মেয়াদ: ---------- হইতে ---------- পর্যন্ত এবং ইহা নবায়নযোগ্য।

অফিসিয়াল গোলসীল

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য অফিসারের নাম ও

স্বাক্ষর. ও সীল.....

নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধনকারীকে নিবন্ধন প্রদান করা হইল:

১. নিবন্ধনপত্র হস্তান্তর যোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য নহে।
২. এই নিবন্ধনপত্র ভূমির মালিকানাস্বত্বে কোন দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি করিবে না।
৩. গ্রামীণ সড়ক, সরকারি রাস্তা এবং বাঁধ ইত্যাদির পাশে মৎস্য খামারের জন্য আলাদা সুরক্ষা ঢাল নির্মাণ থাকিতে হইবে।
৫. সরকারী স্থাপনা বা সম্পদ ইত্যাদি কোন রূপ ক্ষতি সাধন করা যাইবে না।
৭। আইনের কোন ধারা বা বিধিমালার কোন বিধির শর্তাবলী ভঙ্গ করা হইলে লাইসেন্স বাতিল যোগ্য হইবে।
৮। সরকারের প্রযোজ্য অন্য যে কোন আদেশ ।
৯। খামারে ইহা প্রদর্শিত রাখিতে হইবে।
১০।

ফরম-৮

[বিধি ২৩(১) দ্রষ্টব্য]

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন।

বরাবর,

উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ,
মৎস্য অধিদপ্তর
ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ।

জনাব,

আমি খাদ্য হিসেবে নিম্ন বর্ণিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির উদ্দেশ্যে এই বিধি মোতাবেক আমদানি অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন করিতেছি।

১. মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম এবং মৎস্যপণ্যের ক্ষেত্রে উহার প্রক্রিয়া ও প্যাকেজের প্রকৃতিসহ:

২. পণ্যের নেট পরিমাণ (ওজন/ সংখ্যা):

৩. মৎস্যের প্রকৃতি (হিমায়িত/বরফায়িত/কিউরড/অন্যান্য):

৪. পণ্যের এইচএসকোডঃ

৫. উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক দেশ :

৬. পুনঃরপ্তানিকারক দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

৭. রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা (ইমেইল ও ওয়েবসাইট থাকলে তার ইআরএল) :

৮. বন্দরে আগমনের সম্ভাব্য তারিখ :

৯. পরিবহনের ধরণ (সুনির্দিষ্ট) বিমান/সমুদ্রপথ/ট্রেন/ট্রাক/নদীপথ অন্যান্য:

১০. প্রবেশবন্দর :

১১. আমদানিকারকের নাম, আই.আর.সি. নম্বর, ঠিকানা:

১২. আমদানিতকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সংরক্ষণ ওয়্যার হাউজ/কোল্ডস্টোর, হিমাগারের নাম:

১৩. আমদানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আমদানির জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ঘোষণা দিতে হইবে (প্রযোজ্য অংশ রাখিয়া বাকী অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।-

(ক) মৎস্য চাষ ও মৎস্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে-

আমি এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, আমদানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিকারকদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে উত্তম মৎস্য চাষপদ্ধতিতে চাষ করা হইয়াছে এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ ও এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যর্পূণভাবে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হইয়াছে এবং উহা উৎপাদন, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকালে হালাল পণ্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হইয়াছে।

(খ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সামুদ্রিক বা উন্মুক্ত জলাশয়ের উৎসের হইলে, উহার ক্ষেত্রে-

আমি এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছি যে, আমদানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ ও এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যর্পূণ ভাবে মৎস্য আহরণ ও সংরক্ষণ এবং মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হইয়াছে এবং উহা আহরণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকালে হালাল পণ্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হইয়াছে।বলবৎ ও প্রযোজ্য অন্য কোন বিধিবিধান ও সরকারে আনগত আদেশ মানিয়া চলিব।

আমাদানিকারক/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

তারিখ ও সিলমোহর

ফরম-৯

[বিধি ২৩(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর,
ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং- তারিখ:

আমদানির অনাপত্তিপত্র।

সূত্র:

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রসূমহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন,২০২০ এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২... মোতাবেক নিম্নবর্ণিত বর্ণনা ও শর্তানুযায়ী আমদানির অনুমতি প্রদান করা হল।

১। মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম এবং মৎস্যপণ্যের ক্ষেত্রে উহার প্রক্রিয়া ও প্যাকেজের প্রকৃতিসহ
২। আমদানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মোট নেট ওজন (ওজন/সংখ্যা):
৩। পণ্যের প্রকার (হিমায়িত/বরফায়িত/কিউরড/অন্যান্য):
৪। মৎস্য/মৎস্যপণ্যের এইচ.এস.কোডঃ
৫। উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারক দেশ(সমূহ):
৬। পুনঃরপ্তানিকারক দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
৭। আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা:
৮। আমদানিকারকের এনআইডি, আই.আর.সি. নম্বর :
৯। আবেদনকারির মুসক নিবন্ধন নম্বরঃ
১০। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপিঃ
১১। টিআইএন নম্বর:
১২। রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা (ইমেইলসহ)
১৩। পরিবহনের ধরণ (সুনির্দিষ্ট) বিমান/সমুদ্রপথ/ট্রেন/ট্রাক/ডাক/নদীপথ/পার্সেল/অন্যান্য:
১৪। প্রবেশ বন্দর:
১৫ । মেয়াদ : জারির তারিখ হইতে ---------- দিন পর্যন্ত।

শর্তাবলীঃ

১। সরকারের প্রচলিত আমদানির বিধি-বিধান মোতাবেক শুল্ক বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শুল্ক পরিশোধ এর প্রমাণক মৎস্য অধিদপ্তরের অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

২। আমদানিকৃত পণ্য উপপরিচালক (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গুদামজাত করিতে হইবে।

৩। আমদানিকৃত পণ্য মৎস্য চাষে ব্যবহৃত অন্য কোথায় কি পরিমাণ সরবরাহ করা হয়েছে তার প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য আইন ও এই বিধির বা উহার অধীনে জারিকৃত নির্দেশিকার বিধানের আলোকে আমদানি ও স্থানয়ি বাজারে বাজারজাত করিতে হইবে।

৬। আমদানিকৃত পণ্য রিপ্যাকিং (repacking) করা যাইবে না।

৭। পণ্য আমদানি সংক্রান্ত কোনো ভুল/অসত্য তথ্য প্রদানের দায়-দায়িত্ব আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

৮। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে আমদানিকৃত পণ্যের যেকোনো ধরণের পরীক্ষা করতে/করাতে পারবেন;

৯। আমদানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য মান পরিদর্শন ও পরীক্ষা ব্যতীত বন্দরে হইতে ছাড় কারিবার প্রয়োজনে স্থানীয় বাজারে বিপণনের আদেশ দেওয়া যাইবে না এবং মানের ব্যত্যয় হইলে উহা রপ্তানিকারী দেশে নিজ ব্যয়ে ফেরত প্রেরণ করিতে হইবে।

তারিখ :
উপ-পরিচালক

স্বাক্ষর ও সীল

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য নহে

২. মনোনীত এজেন্ট কর্তৃক আবেদনের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতাপত্র আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. কমিশনার/ যুগ্মকমিশনার / উপ-কমিশনার / সহকারী কমিশনার, (কাস্টম হাউস), বন্দর ----------

২. উপপ্রধান, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন ----------

৩. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, (পণ্য গুদামজাতকরণ এর পরিদর্শন প্রতিবেদন অত্র শাখায় প্রেরণ ও সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ সহ)...।

৪। মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা,---------- ।

৫। দপ্তর নথি----------।

ফরম-১০

[বিধি ২৭(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর,
ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং- তারিখ:

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন।

বরাবর,

উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ,

মৎস্য অধিদপ্তর

ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ।

জনাব,

আমি মানুষের খাদ্য হিসেবে নিম্ন বর্ণিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২.....এর বিধি ১০ মোতাবেক রপ্তানি অনাপত্তিপত্রের জন্য আবেদন করিতেছি।

১. রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক নাম এবং মৎস্যপণ্যের ক্ষেত্রে উহার প্রক্রিয়া ও প্যাকেজের প্রকৃতিসহ
২. রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মোট নেট ওজন (ওজন/সংখ্যা):
৩. পণ্যের প্রকার (হিমায়িত/বরফায়িত/জীবন্ত/কিউরড/অন্যান্য):
৪. পণ্যের এইচ. এস. কোড.....
৫. আমদানিকারী দেশসমূহ:
৬. আমদানিকারকের:
   (ক) আমদানিকারক/অনুমোদিত এজেন্টের নামঃ .....
   (খ) ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর
৭। পরিবহনের ধরণ (সুনির্দিষ্ট) বিমান/সমুদ্রপথ/ট্রেন/ট্রাক/ডাক/নদীপথ/পার্সেল/অন্যান্য:
৮। বহির্গমন বন্দর:
৯। রপ্তানিকারকের নাম, ই.আর.সি. নম্বর, লাইসেন্স নম্বর, নিবন্ধন নম্বর, ঠিকানা:
১০। রপ্তানিকারকের অনুমোদিত এজেন্টের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর:
১১। এলসি নম্বর এবং তারিখ
১২। স্বাস্থ্য সনদ নম্বর ও ইস্যুর তারিখ .....
১৩। স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ:.....
১৪। সংযুক্ত সনদ ও কাগজ পত্রের বিবরণ/:

ঘোষণা,

আমি ..... মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২.....এর বিধি ১০ এর অধীন রপ্তানির অনাপত্তিপত্রের জন্য সব শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে আবেদন করিতেছি। আমাকে বর্ণিত বিবরণীর আলোকে অনাপত্তি পত্র প্রদান করে বাধিত করবেন।

রপ্তানিকারক/প্রতিনিধির স্বাক্ষর

তারিখ ও সিলমোহর

ফরম-১১

[বিধি ২৭(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর,
ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং- তারিখ:

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানির অনাপত্তিপত্র।

স্মারক নং:
তারিখ:
সূত্র:
প্রাপক:

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ও এই বিধি মোতাবেক এতদ্বারা জনাব/..... এর মালিকানাধীন মেসার্স..... ই.আর.সি/নিবন্ধন নম্বর: ....., ঠিকানা: ..... কে নিম্ন বর্ণিত মৎস্য/মৎস্যপণ্য রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

১। মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের সাধারণ এবং বৈজ্ঞানিক নাম:

ক) সাধারণ নাম

খ) বৈজ্ঞানিক নাম

গ) বর্ণনা

ঘ) এইচএস কোড

২। রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মোট নেট ওজন (ওজন/সংখ্যা):
৩। পণ্যের প্রকৃতি (হিমায়িত/বরফায়িত/কিউরড/অন্যান্য):
৪। প্রফরমা ইনভয়েস/ তারিখ/ এইচ. এস. কোড.....
৫। উৎপাদনকারী দেশ:
৬। পুন: রপ্তানিকারক দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):
৭। আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা:

ক) অনুমোদিত এজেন্টের নাম .....

খ) ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর .....

৮। রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা .....

ক) রপ্তানিকারক/অনুমোদিত এজেন্টের নাম .....

খ) ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর .....

৯। স্বাস্থ্য সনদ নম্বর ও ইস্যুর তারিখ .....
১০। স্বাস্থ্য সনদের মেয়াদ:.....
১১। পরিবহনের ধরন (সুনির্দিষ্ট) বিমান/সমুদ্রপথ/ট্রেন/ট্রাক/ডাক/নদীপথ/পার্সেল/অন্যান্য:
১২। বহির্গমন বন্দর:
১৩। মেয়াদ : জারির তারিখ হইতে ---------- দিন পর্যন্ত।

শর্তাবলীঃ

১. এই রপ্তানি অনাপত্তিপত্র প্রদানের তারিখ হইতে ০১ (এক) বছরের মধ্যে বর্ণিত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য/কনসাইনমেন্ট রপ্তানি করিতে হইবে।

২. রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্য-

(ক) আমদানিকারী দেশের সকল নির্দেশনা ও মান বজায় রাখিয়া নিরাপদ, ভেজাল ও দুষণমুক্ত এবং ক্ষেত্রমতে হালাল খাদ্য উপযোগী হইতে হইবে।

(খ) আমদানিকারী দেশের সকল নির্দেশনা ও মান বজায় রাখিয়া পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানিতে যে সকল মোড়ক বা পাত্র ব্যবহার করা হইয়াছে উহা নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত হইতে হইবে এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারিবে না।

৩. রপ্তানি করিবার ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০ , এই বিধি ও নির্দেশিকা এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন, বিধি ও সরকারের আইনগত আদেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

তারিখ :

উপ-পরচিালক

স্বাক্ষর ও সীল

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. কমিশনার/ যুগ্মকমিশনার / উপ-কমিশনার / সহকারী কমিশনার, (কাস্টম হাউস), বন্দর ----------

২. উপপ্রধান, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন ----------

৩. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, (পণ্য গুদামজাতকরণ এর পরিদর্শন প্রতিবেদন অত্র শাখায় প্রেরণ ও সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ সহ)...।

৪। মৎস্য সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা,----------

৫। দপ্তর নথি----------।

ফরম-১২

[বিধি ৩৪(১) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য অধিদপ্তর

উপ-পরিচালক এর অফিস

মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর,

ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং- তারিখ:

স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদানের জন্য আবেদন

বরাবর,

উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ,

মৎস্য অধিদপ্তর

ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ।

জনাব,

আমি, নিম্নবর্ণিত মৎস্য/মৎস্যপণ্য দ্রব্যাদি আমদানি ও বিপণনের উদ্দেশ্যে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০.... এর বিধি ১৪ মোতাবেক স্বাস্থ্যকরত্ব সনদের জন্য আবেদন করিতেছি

১। আবেদনকারীর (রপ্তানীকারক) নাম ও ঠিকানা:
২। আবেদনকারীর লাইসেন্স নম্বর, ইস্যুর স্থান ও তারিখ:
৩। রপ্তানী লাইসেন্স (ই,আর,সি) নম্বর, ইস্যুর স্থান ও তারিখ :
৪। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা
লাইসেন্স নম্বর ও ইস্যুর তারিখ :
৫। আমদানীকারকের নাম ও ঠিকানা :
৬। পণ্যের প্রকৃতি (জীবিত/হিমায়িত/বরফায়িত/
কিউরড/কৌটাজাত/মাথাসহ/মাথা-
বিহীন/খোসাসহ/খোসাবিহীন ইত্যাদি) :
৭। মৎস্যের প্রকার/প্রজাতি:
৮। মৎস্যের পরিমান (ক) মাঃ কার্টনের সংখ্যা:

(খ) প্রকৃত ওজন:

৯। ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ :
১০। সি এন্ড এফ ভ্যালু (টাকা ও ডলারে) :
১১। প্যাকিং এর ধরন :
১২। শিপিং/প্যাকিং মার্ক:
১৩। পণ্যের ব্রান্ড নাম :
১৪। কনসাইনমেন্ট নম্বর:
১৫। মাষ্টার কার্টন এর বর্ণনা:

ক্রমিক নং	কার্টনের আকার	প্রতি কার্টনের ওজন	কার্টনের ক্রমিক নম্বর	মোট কার্টনের সংখ্যা	প্রকৃত পরিমাণ

১৬।পরিবহনের মাধ্যম:

১৭। বর্হিগমণ বন্দর:

১৮।গন্তব্য বন্দর:

১৯।শিপমেন্টের সম্ভাব্য তারিখ:

২০। পরিদর্শনের তারিখ

তারিখ/

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর
(আবেদনকারীর/ রপ্তানীকারক)

নাম:

পদবী:

অফিসের সীল:

* আবেদনপত্রের সহিত L/Cএর কপি, ক্রেতার সহিত সম্পাদিত চুক্তির কপি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট (লট নম্বরসহ) প্রভৃতি দাখিল করিতে হইবে।

ফরম-১৩

[বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রন দপ্তর,
ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

ক্রমিক নং- তারিখ:

স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ।

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, নিম্নে বর্ণিত মৎস্য পরিদর্শন ও পরীক্ষণ করা হইয়াছে এবং পরীক্ষণ ও পরিদর্শনকালে উহা স্বাস্থ্যকর ও মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত ছিল।

১। রপ্তানীকারকের নাম ও ঠিকানা :

২। রপ্তানীর লাইসেন্স নম্বর, তারিখ ও ইস্যুর স্থান :

৩। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম

ঠিকানা, লাইসেন্স নম্বর ও তারিখ :

৪। আমদানীকারকের নাম ও ঠিকানা:

৫। পণ্যের প্রকৃতি (জীবিত, হিমায়িত, বরফায়িত,

শুকনা, লবনাক্ত, কৌটাজাত, মাথাসহ/মাথা-

বিহীন, খোসাসহ/খোসাবিহীন ইত্যাদি) :

৬। মৎস্যের প্রকার/প্রজাতি:

৭। মৎস্যের পরিমান (ক) মাঃ কার্টনের সংখ্যা :

(খ) প্রকৃত ওজন :

৮। ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ :

৯। প্যাকিং এর ধরণ :

১০। শিপিং/প্যাকিং মার্ক:

১১। পণ্যের ব্রান্ড নেম :

১২। কনসাইনমেন্ট নম্বর :

১৩। পণ্য উৎপাদনের দেশ :

১৪। পরিবহণের মাধ্যম :

১৫। বর্হিগমন বন্দর :

১৬। গন্তব্য বন্দর :

১৭। পরিদর্শনের তারিখ :

১৮। অনুমোদিত হ্যাসাপ কর্মসূচীর অধীন পণ্য

প্রক্রিয়াজাতকৃত :

১৯। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল/ কেমিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট :

২০। অন্যান্য তথ্য :

পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই সনদ জারীর তারিখ হইতে ৩/১০/১৫ (তিন/দশ/পনের) দিন পর্যন্ত বৈধ থাকিবে এবং ইহা কাটাকাটি ও ঘষামাজা ব্যতীত ইস্যু করা হইয়াছে।

উপ-পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ও

সীল।

ফরম-১৪

(বিধি ৪২(১) দ্রষ্টব্য)

বরাবর,

উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ,

মৎস্য অধিদপ্তর

ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ।

বরফকলের লাইসেন্স জারি/ নবায়নের জন্য আবেদন ফরম।

(উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা বা সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এর কার্যালয়ে আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং তফসিল-২৪ অনুযায়ী আবেদন ফি ও ভ্যাট ট্রেজারী চালান বা কেন্দ্রীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ইলেকট্রনিক পেমেন্ট বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা অন্য অনুমোদিত মাধ্যমে পরিশোধ করতঃ ফি পরিশোধের প্রমাণক আবেদনের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে)।

১। সাধারন (সবার জন্য প্রযোজ্য)।

(ক) আবেদনকারীর নাম ও পদবী :

(খ) প্রতিষ্ঠানের নাম:

(গ) অবস্থানের বিবরণ:

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের ধরণ (সরকারী/ ব্যক্তি মালিকানা):

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের মালিক/প্রধানের তথ্যাদি/

(১) নাম ও পদবী :

(২) পিতার নাম:

(৩) মাতার নাম:

(৪) বর্তমান ঠিকানা:

(৫) স্থায়ী ঠিকানা:

(৬)এনআইডি নম্বরঃ

(চ) আবেদনকারির মুসক নিবন্ধন নম্বরঃ

(ছ) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপিঃ

(জ) আয়কর পরিশোধের সনদপত্র (হাল নাগাদ)ঃ

২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় অংশ রাখিয়া বাকী অংশ কাটিয়া দিন):

(ক) মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা (ভূমিতে অবস্থিত)।

(১) অবস্থান ও স্থাপনার বিবরণ:

(২) প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রকৃতি:

(৩) যন্ত্রপাতি, নিস্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ
স্থাপনার বর্ণনা (ড্রয়িং, লে-আউট প্ল্যান ও
হ্যাসাপ প্ল্যানের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে):

(৪) উৎপাদন ক্ষমতা:

(৫) পানির উৎস (পানির ভৌত, রাসায়নিক ও
জীবানুতাত্ত্বিক পরীক্ষার রিপোর্ট সংযুক্ত
করিতে হইবে):

(৬) কাচামালের উৎস:

(খ) জলযানে অবস্থিত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা (ফ্যাক্টরী ভেসেল)

(১) জলাযানের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর:

(২) জলাযানের ধরন:

(৩) প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রকৃতি:

(৪) প্রধান যন্ত্রপাতি, ডেক লে-আউট ও
স্থাপনার বর্ণনা (ড্রয়িং, লে-আউট প্ল্যান ও
হ্যাসাপ প্ল্যানের কপি সংযুক্ত
করিতে হইবে) :

(৫) উৎপাদন ক্ষমতা:

(৬) পানির উৎস(পানির ভৌত, রাসায়নিক ও
জীবানুতাত্ত্বিক পরীক্ষার রিপোর্ট সংযুক্ত
করিতে হইবে):

(৭) জনবলের সংখ্যা :

(৮) বরফের উৎস ও ধরণ :

(গ) কিউরড মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা।

(১) অবস্থান ও স্থাপনার বিবরণ:

(২) প্রক্রিয়াজাত কিউরড মৎস্যের ধরন :

(৩) যন্ত্রপাতি, নর্দমা ইত্যাদিসহ স্থাপনার
বর্ণনা (ড্রয়িং, লে-আউট প্ল্যান এর
কপি সংযুক্ত করিতে হইবে):

(৪) উৎপাদন ক্ষমতা:

(৫) চিল্ড/কোল্ড স্টোরের উৎপাদন ক্ষমতা :

(৬) পানির উৎস :

(৭) কাঁচামালের উৎস :

(ঘ) প্যাকিং সেন্টার/মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র/সার্ভিস সেন্টার।

(১) অবস্থান ও স্থাপনার বিবরণগ:

(২) কাজের প্রকৃতি:

(৩) সংরক্ষণ পদ্ধিত :

(৪) যন্ত্রপাতি, নর্দমা ইত্যাদি স্থাপনার :

বর্ণনা (ড্রয়িং, লে-আউট প্ল্যান এর

কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(৫) যদি ভাড়া হয় তবে চুক্তিনামা সংযুক্ত করিতে হইবে :

(৬) পানির উৎস :

(৭) বরফের উৎস ও ধরন :

(৮) জনবলের সংখ্যা :

ঙ) মৎস্য আড়ৎ/সরবারহকারী।

(১) অবস্থান ও স্থাপনার বিবরণ :

(২) মৎস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষনের ধরন :

(৩) সংরক্ষণ/পরিবহনের ক্ষমতা :

(৪) পরিবহণকারী যানের বর্ণনা :

(৫) যে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় মৎস্য

সরবরাহ করা হয় তাহার নাম এবং এজেন্সি নম্বর :

৬) কাঁচামালের উৎস :

(৭) পানি ও বরফের উৎস :

(চ) পোণা মৎস্য বা এ্যাকোরিয়াম মৎস্য প্যাকিং সেন্টার।

(১) পোণা মৎস্য বা এ্যাকোরিয়াম মৎস্য প্যাকিং সেন্টারের

অবস্থান ও স্থাপনার বিবরণ :

(২) কাজের প্রকৃতি :

(৩) উৎপাদন ক্ষমতা :

(৪) ধারণ ক্ষমতা :

(৫) যন্ত্রপাতি, নর্দমা ইত্যাদিসহ স্থাপনার বিবরণ :

(৬) রেণু/ব্রুডের উৎস :

(ছ) হিমাগার/কোল্ড স্টোর।

(১) অবস্থান ও স্থাপনার বিবরণ(ড্রয়িং, লে-আউট প্ল্যান- এর

কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(২) ঠান্ডাকরণের প্রক্রিয়া(অ্যামোনিয়া)/ ফ্রিয়ন ইত্যাদি) :

(৩) ধারণ ক্ষমতা :

(৪) পানির উৎস(পানির ভৌত, রাসায়নিক ও

জীবানুতাত্ত্বিক পরীক্ষার রিপোর্ট সংযুক্ত

করিতে হইবে) :

(৫) সার্বক্ষণিক বিদ্যৎ সরবরাহ ব্যবস্থা :

(জ) বরফ কল।

(১) অবস্থান ও স্থাপনার বিবরণ(ড্রয়িং, লে-আউট প্ল্যান এর
কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(২) বরফ উৎপাদনের প্রক্রিয়া(অ্যামোনিয়া)/ ফ্রিয়ন ইত্যাদি) :

(৩) বরফের ধরন (ফ্লেক/টিউব/ব্লক ইত্যাদি) :

(৪) উৎপাদন ক্ষমতা :

(৫) পানির উৎস(পানির ভৌত, রাসায়নিক ও
জীবানুতাত্ত্বিক পরীক্ষার রিপোর্ট সংযুক্ত
করিতে হইবে) :

(৬) বরফের জীবানুতাত্বিক পরীক্ষার রিপোর্ট সংযুক্ত করিতে হইবে:

(ঝ) মৎস্য রপ্তানীকারক(নন-প্যাকার)।

(১) যে কারখানায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাত করা হইবে/
যে প্যাকিং সেন্টারে মৎস্য প্যাকিং করা হইবে
তাঁহার নাম, লাইসেন্স নম্বর ও ঠিকানা
(চুক্তিনামা কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) :

(২) অফিসের অবস্থানের বিবরণ :

(৩) কাজের প্রকৃতি :

(৪) যে প্রজাতির মৎস্য রপ্তানী করা হইবে তাহার নাম :

(৫) যে সব দেশে রপ্তানী করা হইবে তাহার নাম :

(৬) পণ্যের প্রকৃতি (জীবিত/বরফায়িত/হিমায়িত/শুকনা প্রভৃতি) :

(৭) কাঁচামালের উৎস

ঞ/ লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন

ক/ নিবন্ধন নবায়ন ফি পরিশোধের রশিদ (মূল কপি

খ) দমূল নিবন্ধন নম্বর

গ) মূল নিবন্ধনের প্রদানের তারিখ

ঘোষণা,

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) *আইন-২০২০* এবং মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২_ এ বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিব

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:

নাম:

পদবী:

ফরম-১৫

(বিধি ৪২(১)) দ্রষ্টব্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
উপ-পরিচালক এর অফিস
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর,
ঢাকা/খুলনা/ চট্টগ্রাম

স্মারক নং.....	তারিখঃ.....

বরফকলের লাইসেন্স।

১। লাইসেন্স নং: .....তারিখ: .....।

২। যে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যু :

৩। প্রতিষ্ঠানের অবস্থান (বিবরণ) :

৪। প্রতিষ্ঠানের ধরনধরন(সরকারি/ব্যক্তিমালিমানা/
লিমিটেড কোম্পানী, ইত্যাদি) :

৫। প্রতিষ্ঠানের মালিক/প্রধানের নাম :

ক। পদবী :

খ। পিতার নাম :

গ। মাতার নাম :

ঘ। বর্তমান ঠিকানা :

৬। এনআইডি নম্বরঃ

৬। আবেদনকারির মুসক নিবন্ধন নম্বরঃ

৭। ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপিঃ

৮। আয়কর পরিশোধের সনদপত্র (হাল নাগাদ)ঃ

৯। । স্থায়ী ঠিকানা :

১০। প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রকৃতি/কাজের প্রকৃতি :

১১। পণ্যের প্রকার :

১২। উৎপাদন ক্ষমতা :

১৩। প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট/জলযানের সংখ্যা :

১৪। জলযানের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর (জলযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):

১৫। লাইসেন্স এর মেয়াদ : ..... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১৬। নবায়নঃ

নবায়নের মেয়াদ		নবায়নের তারিখ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পদবী ও স্বাক্ষর
হইতে	পর্যন্ত		

উপপরিচালক/

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

স্বাক্ষর ও সীল